প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬২

প্রচ্ছদ : প্রণব শূর

দাম—দুই টাকা

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এস, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও বিনোদ বিহারী সিংহ রায় কর্তৃক লয়্যাল প্রেস, ১।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

।। দু'কথা ।।

ভাষার ব্যবধান যতই থাক, রাজনীতির দিক দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমরা অন্যান্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে একই কাঠামোর মধ্যে বাস করছি, তাই পরস্পরকে বুঝে নেওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় দায়িত্ব। নাটকের ভিতর দিয়ে যত সহজে ও আনন্দের সঙ্গে এর পরিচয় হয়, এমন আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব হয় না।

'অগ্নিদীক্ষা' অগ্নিযুগের পটভূমিকায় মরাঠী ভাষায় আন্নাভাউ সাঠে রচিত 'মঙ্গলা' উপন্যাসের নাট্যরূপ। বাংলাদেশের অগ্নিযুগের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের যে কী গভীর সম্পর্ক তা এই নাটকের পাঠক এবং দর্শক অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন। এই উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

'অগ্নিদীক্ষা' প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে 'জনান্তিক' নাট্য পত্রিকায়। 'অগ্নিদীক্ষা' প্রকাশের শুভ মুহূর্তে জনান্তিকের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসমীর রায়চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খাটো করবো না। অগ্নিদীক্ষা রচনার ক্ষেত্রে তরুণ নাট্যকার শ্রীমুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি। তাঁর কাছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

৬২, নিমতা রোড
বেলঘরিয়া

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

॥ চরিত্র ॥

গনু
হিন্দুরাও
মল্‌হারী
শিবু
বৃদ্ধ (কৃষক)
যুবক (কৃষক)
খাসাবা
হাম্বীর
হরি
কৃষ্ণাজী
বহরু
পুলিশ
মহাত্ন
চন্দ্রু
সরকার
নাগোজী
নারু

ও আরও কয়েকজন

মঞ্জুলা
রাধাবাঈ

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রাত গভীরে। পর্দা উঠলেই দেখা যাবে গ্রাম্যমাটির ঘর একটা। পরিপাটির ছাপ তাতে নেই। ঘরে বসবার মাত্র একটিই আসন, সেটা একটা ভাঙা চৌকি। বাইরে প্রচণ্ড তুফান। ঘরে বিদ্যুতের আলো মাঝে প্রবেশ করছে। ভাঙা জানলাটা প্রচণ্ড দুলছে। ঘরে কেউ আছে এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না। হটাৎ একটা মাটির বড় পাত্রে শুকনোপাতা, পাতকাঠিসমেত জ্বলে উঠলো। তখন দেখা গেল চারজন জোয়ান বসে। মাটির পাত্রের সামনে যে বসে এতক্ষণ ফুঁ দিচ্ছিল, নাম তার গনু। পুরোপুরি চাষী। মালকোচা দিয়ে কাপড় পরা। জামা গায়ে। মাজায় গামছা বাঁধা। বলিষ্ঠ চেহারা।]

গনু ॥ জ্বলেচেন! শালার পাতা জ্বলেচেন! সব ইদিক এসে গরম হয়ি নেও! এসি পড়ো, এসি পড়ো!

[প্রত্যেকের চোখ সেই আগুনের দিকে। চোখেমুখে একটা স্বস্তির ভাব। হিন্দুরাও এগিয়ে এসে আগুনের কাছে বসে। পরনে ধুতী মালকোচা দিয়ে পরা চেহারার মধ্যে তেজী পুরুষের ছাপ। বয়স ২৬।২৭। এগিয়ে এলো আরো দু'জন মালহারী ও শিবু। বয়স ২৬।২৭।]

হিন্দুরাও ॥ বা! বেশ লাগছে কিন্তু! সারা রাত এই ভাবে কাটানো গেলেই ভাল। এখন যা ইচ্ছে হোক বাইরে। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক।

গনু ॥ আকাশ ভেঙ্গে পড়লি চালটাও পড়ত্তি পারে। পড়োঘরের মধ্যে রাত কটোন্‌টা কি ঠিক? বরণ এট্টু থাম্‌লি—

হিন্দু ॥ সকালে যাওয়া যাবে গ্রামে। মানে তোমায় শ্বশুর বাড়ী।

গনু ॥ না, মানে—

মলহারী ॥ মন কেমন করছে ?

হিন্দু ॥ তা'ছাড়া এই ঝড়জলের রাতে গ্রামে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

গনু ॥ নাভ-নোকসানির কথা হচ্ছে না। ওখানিগে আমাগের জমিদারী দেখ্‌তিও হবেন না বা দোকান খুলতিও হবেন না। সোজা গে উঠবো কুটুমবাড়ী।

হিন্দু ॥ ও!

গনু ॥ তা'ছাড়া ওখানি গে আমাদের একজোট হবার কথা।

মলহারী ॥ সেটা ঠিক!

গনু ॥ সেই ঝন্যেই চল্‌ছি ঝেতো তাড়াতাড়ী গে উঠতি পারা যায় তেতোই ভাল।

হিন্দু ॥ আরে বাবা—গ্রামে ঢুকতে আমার আপত্তি নেই।

গনু ॥ তেবে ?

হিন্দু ॥ এই ভীষণ ঝড় জলের রাতে গ্রামে এই ভাবে ঢুকলে কি না কি ভাববে। গোটা গ্রামে একটা হৈ চৈ বেধে যাবে হয়তো। তাই বলছিলাম রাতটা এই ভাবে কাটিয়ে—

শিবু ॥ [হঠাৎ বলে উঠলো] হৈ চৈ বাধবে কেন ?

হিন্দু ॥ গাঁয়ে বাঘ ঢুকলে যে কারণ হৈ চৈ বাধে সেই কারণে।

মলু ॥ আরে বাঘ তবু হাজার গুণে ভাল।

শিবু ॥ বাঘ ভাল ?

মলু ॥ বিদ্রোহীদের থেকে মানুষের কাছে বাঘ অনেক ভাল। নাম শুন্‌লে অনেকের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

হিন্দু ॥ তার অবশ্য একটা কারণ আছে।

গনু ॥ কি ?

হিন্দু ॥ লোকে এখনো জানে না আমরা বিদ্রোহ করছি কেন ? সরকার এবং বড় বড় মহাজনেরা অবশ্য ভাল ভাবেই জানে আর তারই জন্যে তারা সুযোগ পেলেই ছোবল মারার তালে আছে।

শিবু ॥ শোরের বাচ্চা।

হিন্দু ॥ সব সময় কড়া নজর রেখেছে। দুর্ব্বল মুহুর্ত্তে বাগে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর। আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।

শিবু ॥ শালা শকুনের জাত।

হিন্দু ॥ আর আমরা গরীব চাষীরা পেটে গাম্‌ছা বেঁধে পরের জমিতে কাজ করতাম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

গন্নু ॥ এ আর সহ্য হচ্ছে না।

হিন্দু ॥ ঠিক তাই। আজ আমাদের হাতে লাঙ্গল নেই, আছে বন্দুক

মলহারী ॥ জানো হিন্দুরাও? আমার মনে হয় এই বন্দুকের ভয়েই মহাজনদের আজকাল একটু হাবভাব পাণ্টাচ্ছে।

শিবু ॥ কি রকম?

হিন্দু ॥ শয়তানরা আজ আর ঝুটা দলিল-দস্তাবেজ বের করে আমাদের জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে না। নতুন জমি তাদের হাতে যাওয়ার যে দিন চলে যাচ্ছে এটা তারা বুঝেছে।

শিবু ॥ সব শালা এই বন্দুকের ভয়ে। এই বেপরোয়া বিদ্রোহীদের ভয়ে।

হিন্দু ॥ ভয়েই তো। সাত বছর কোর্ট কাছারী কোরে আমার বাবা নিজের জমি নিজের কাছে রাখতে পারল না। বাবা সর্ব্বস্বান্ত হলেন। জমি দখল করলো মহাজন। দুবেলা দু'মুঠো খাওয়া জুটছিল না তখন। আর আজ যখন আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম তখন শালাদের ভোল পালটে গেল। মিথ্যা দলিল ছিঁড়ে ফেলে জমি বাবার হাতে তুলে দিল। রাতারাতি ভদ্রমানুষ হয়ে গেল।

শিবু ॥ শালারা।

মলহারী ॥ আমাদেরও একই অবস্থা।

গন্নু ॥ আমাকে তো এখন দিন-মজুরী করতে হচ্ছে পরির ক্ষেতে।

হিন্দু ॥ তাই বলছি ভাই—কখনো ভুলে গেলে চলবে না, এটা ওদের একটা চাল। সাময়িক ভাবে বাঁচার একটা ফিকির। সুযোগ পেলেই মারবে ছোবল। আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে এই জমিদার। মহাজনরাই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করবে সরকারকে।

শিবু ॥ শালা সরকারের পোঁ।

[কথাগুলো বলে হিন্দুরাও চৌকীটার ওপরেই বসে।]

গন্নু ॥ সবতো বোঝলাম। কিন্তু কতা হলো এই বিদ্রোহ শেষ হবেন কবে ?

মলহারী ॥ [বিড়িতে জোরে টান দিয়ে]
সে কথা আজই কি বলা যায় ? কে বলতে পারে যে কবে শেষ হবে ? আমরা না আমাদের বিদ্রোহ, কোনটা আগে শেষ হবে বলা অত সহজ নয়।

হিন্দু ॥ কথাটা ঠিক। এখুনি কিছুই বলা যায় না। তবে একটা কথা বলা যায় যে আজকের শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটলে এবং আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে এই বিদ্রোহ শেষ হবে।
[আগুন নিভে গেছে। গন্নু ফুঁ দিয়ে জ্বালায়। মলহারীর হাত থেকে বিড়ি কেড়ে নিয়ে জোরে টান দেয় গন্নু।]

গন্নু ॥ তা'নাহয় বোঝলাম যে তেনারা শেষ হলি—

শিবু ॥ তেনারা ?

গন্নু ॥ সাহেবরা।—শেষ হলি আমাদের বেদ্রোহ শেষ হবেন। কিন্তু ঐ শালারা বে পাগলা কুকুরির মতো খেপে উঠেছেন, তার কি করবো সব ? [সকলে হেসে ওঠে]

গন্নু ॥ হাসির কি হলো ? কালকের কতাই ধর না। আমরা ছেলাম মাত্র এককুড়ি দশ জন। আমাদের সঙ্গে নড়ুই করতি পাঠালো তিনশো সেপাই।

শিবু ॥ তিনশো পালোয়ানের জাত শালা।
[গন্নু যেন কথা বলতে চাইছে না]

হিন্দু ॥ কি হলো তারপর ?

গন্নু ॥ গায়ে আমার কাঁটা দে' উঠল। ঐ তিনশো দাড়িওয়ালা সেপাই আমাদের ক'জনকে ঘিরে ফেললো এক মুহূর্ত্তের মধ্যে।
[উঠে দাঁড়িয়ে হাত না নেড়ে গন্নু বোঝাতে থাকে]

শিবু ॥ তারপর !

গন্নু ॥ ঝেখন বোঝলাম যে আজ আর ছাড়ান নি তেখন ঝাঁপিয়ে পড়লাম সব আগুনির বেগে—
[বাইরে ঠিক সেই সময় ভীষণ ভাবে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো। গন্নুর কোন কথা শোনা গেল না]

শিবু ॥ সাব্বাস! এই তো হলো মরদের মতো মরদ।
[হঠাৎ বাইরে ধুপ করে কিসের আওয়াজ এলো]

হিন্দু ॥ চুপ।
[সকলে চুপ করে গেল। হিন্দুরাও বন্দুকটা নিয়ে দরজা খুলে একটু বেরিয়েই ফিরে এলো। সকলে প্রস্তুত ছিল। প্রচণ্ড ঝড়ে একটা নারকোলের পতন।] জানো কাল সেপাই আমাদের ওপর চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে গুলি করছে। কিন্তু আমরা তা' করিনি। ওদের কাছে গুলির কোন দাম নেই একটা কার্ত্তুজ জোগাড় করতে আমাদের কত বেগ পেতে হয় জানোতো। ওহে মলহারী, কাল কটা গুলি চালিয়েছিলে বললে না তো?

মলহারী॥ পাঁচটা।

হিন্দু ॥ সব ক'টাই বাজে খরচ হলো তো? আমি কিন্তু একটাও চালাইনি। সাবধানে বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে ভাই। অপচয় যাতে না হয় সেদিকে সব সময় নজর রাখতে হবে।
[প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে বাইরে। ঘরেও তার ছায়া। হিন্দুরাও ভাঙা জানালার কাজে গিয়ে দাঁড়ায়।]
প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

গনু ॥ এ ভন্না থামবে কখুন?

হিন্দু ॥ এই সময় আমরা একটা কাজ করতে পারি?
[সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ। সকলেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।]

হিন্দু ॥ পুরোণো আমগাছটা আজ মাটির সঙ্গে মিশে গেল।
[আস্তে আস্তে আলোর পরিবর্ত্তন হলো। সকাল হলো। গাঁয়ের ভোর হলো। প্রভাতী গান ভেসে এলো। সঙ্গে মোরগের ডাক। গনু কাঁধে কুড়ুল নিয়ে প্রস্তুত। হটাৎ দু'জন গ্রাম্য চাষীর প্রবেশ। হাতে খাবার। একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবক।]

নেপথ্যে যুবক ॥ 'চলন্ত সরকারেরা' কি জেগে?

হিন্দু ॥ নিশ্চয়। [হিন্দুরাও দরজটা খুলে দেয়। প্রবেশ করে তারা।]

বৃদ্ধ ॥ রেতের বেলায়ই খপর পেয়েচি।

যুবক ॥ চালাখান আস্ত আচে দেখচি!

গন্নু ॥ চাপা পড়লি কি ভালো হতো?

বৃদ্ধ ॥ ওমন কতা মুখে এনোনি গো, মুখে এনোনি। তোমরা ছাড়া আমাগের আর কেইবা আচে বলো। তারপর কি খপর হিন্দুরাও?

হিন্দু ॥ তোমার জমির খবর কি বলো?

বৃদ্ধ ॥ তোমরা জমিডারে উদ্ধার করে দিচিলে তাইতি দু'মুঠো করে খাচ্চী। নাইলে ও জমি কি আমার হাতে ফেরতো?

যুবক ॥ সারারাততো জেগে কেটেচে। নেও মুখে জল দে' খেয়ি নেও!

গন্নু ॥ আমাগের কুটুমবাড়ীর খপর কি?

যুবক ॥ ভালই আচে সব! তোমার ছাবালটা যা হয়ে ওঠচে না।

গন্নু ॥ কিরম্?

যুবক ॥ সিদনে একটা আমের ডালনে'বলে কি 'গুলি করবো'

গন্নু ॥ [উৎফুল্ল] তাই নাকি?

হিন্দু ॥ তাহলে বাপকা বেটা হয়ে উঠছে কি বলো?

যুবক ॥ হ্যাঁ!

বৃদ্ধ ॥ তোমাগের সেবারির সেই নড়ুই, আমার চোখির সামনে এখুনো —ভেসতেচে।

হিন্দু ॥ মনে আছে তা'হলে?

বৃদ্ধ ॥ মনে থাক্‌পে না, বলো কি? জমিদারির লেঠেল, সরকারির সেপাইরে কি ঠেঙ্গানটাই না ঠেঙ্গালে তোমরা। আচ্ছা হিন্দুরাও?

হিন্দু ॥ বলো?

বৃদ্ধ ॥ এতো শক্তি কোথায় ছেলো তোমাগের?

হিন্দু ॥ দশের লাঠি একের বোঝা জানো তো ঠাকুর্দা! তোমরা সকলে সে দিন এক সঙ্গেই চেয়েছিলে ওদের তাড়াতে, তাইতো সম্ভব হলো। এ'কারোর একার পক্ষে সম্ভব না ঠাকুরর্দা!

যুবক ॥ খেয়ে নেও?

[ঘটির জলে মুখ ধুয়ে সব খেতে সুরু করলো।]

হিন্দু ॥ [যেতে যেতে] গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে আমরা ওদের ব্যূহ ভেদ কোরে পালিয়েছি বটে ; তবে এবারে শেষ আঘাত হানতে হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওই সর্ব্বনেশেদের শেষ না করে জলস্পর্শ করবো না।

বৃদ্ধ ॥ তা বল্‌লি কি চলে !

যুবক ॥ এখান থেকি এখুন কোথায় যেতি চাও সব ?

হিন্দু ॥ সাবারড়া গ্রামে ! কিন্তু এইখান থেকে সকলের যাওয়ার কথা এখনো ওরা পৌঁছলো না কেন ? [হিন্দুরাও দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চিৎকার করে উঠলো।]

হিন্দু ॥ মলহারী ?

মলহারী ॥ কি ভাই ?

হিন্দু ॥ কে ছুটতে ছুটতে আসছে দেখো তো ?

মলহারী ॥ চেনা যাচ্ছে না তো ? [গন্নু উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো]

গন্নু ॥ আমাদের ৩ নম্বর দলের খাসাবা !

হিন্দু ॥ সে কি খাসাবা ! একা কেন ! মলহারী এগিয়ে যাও, ও আর আসতে পারছে না। [মলহারী ও গন্নু ছুটে গেল আনতে।] নিশ্চয় কোন সর্ব্বনেশে খবর !—[যুবককে বলে] তুমি ভাই এক ঘটি জলের ব্যবস্থা করো ! [ধরাধরি করে খাসাবাকে নিয়ে এলো ওরা। সারা গায়ে কাদামাটির দাগ। মাথায় শক্ত এক পট্টি বাঁধা। রক্তের দাগও দেখা যায়। সারা গায়ে ঘাম- ঝরছে। জল ছিটিয়ে দেয় হিন্দুরাও। একটু সুস্থ করে বলে।]

খাসাবা ? ভাই খাসাবা ? এখন কেমন বোধ করছো ? একটু জল খাও। [জল খায়]

খাসাবা ॥ এমন কিছু হয়নি ! আমি ঠিক আছি !

হিন্দু ॥ কি খবর খাসাবা ?

খাসাবা ॥ বিশ্বাসঘাতক নাগোজী !

হিন্দু ॥ কি হয়েছে ! কি করেছে শয়তানটা ! কাউকে ধরিয়ে দিয়েছে ?

খাসাবা ॥ না !

হিন্দু ॥ তবে ?

খাসাবা । তারলার জঙ্গলে পুলিশের শয়ে শয়ে গুলির গর্জন শুনে তাদের ব্যূহ ভেদ করে সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহীরা সরে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম।

হিন্দু ॥ সাবাস্! কিন্তু সোজা তোমাদের সাবারডাগাঁয়ে আসার কথা ছিল ?

খাসাবা ॥ সকলকে জানিয়ে দেওয়া হলো সেই কথা। যে যার মতো পথ ধরলো সাবারডায় আসার! আমি আর আবা নদীর পার দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। চিথলবাড়ীর ক্ষেত পেরিয়ে পথ ধরেছি, এমন সময় দেখি নাগোজী কয়েকজন বন্ধু সহ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিন্দু ॥ তারপর ?

খাসাবা ॥ আবার কাঁধে গুলিভরা বন্দুক। আমার হাতে কুড়ুল। নাগোজী নমস্কার করলো আবাকে!

শিবু ॥ গরুচোর শালা!

খাসাবা ॥ করুণ কণ্ঠে আবাকে বললো—আমাকে দেখেও এইভাবে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে ভাই আবা।

হিন্দু ॥ শয়তান!

খাসাবা ॥ আবার মতো যোদ্ধাকে আপ্যায়ন না করে ছেড়ে দিলে নাকি ওর পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হতো।

হিন্দু ॥ কাঁধের বন্দুক কাঁধে কেন থাক্‌লো আবার!

খাসাবা ॥ সামান্য একটু ভুলের জন্যে হিন্দুরাও—

হিন্দু ॥ তারপর কি করলো শয়তানটা! বিশ্বাসঘাতক!

খাসাবা ॥ নাগোজী আবাকে আশ্বাস দিয়ে বললো—ইংরেজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করো আবা আমি ও ধরণের লোক না। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি একজন সাচ্চা মারাঠা কৃষক সন্তান।

হিন্দু ॥ মারাঠা কৃষক শয়তান।

খাসাবা ॥ না, না, আবা নাগোজীকে বিশ্বাস করে নি, সে জোর গলায় তাকে জানিয়ে দিল—তোমার সঙ্গী সাথীরা হয়তো জানে না

নাগোজী কিন্তু আমরা জানি। তুমি নিজের জীবন আর সম্পত্তি রক্ষার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছো জল থেকে ছাড়া পেয়েছো !

হিন্দু ॥ আর কারা ছিল চেনো তাদের ?

খাসাবা ॥ দেববাড়ীর দত্ত, পুনালের সত্ত ও মহাদুরা !

শিবু ॥ চোরের মাসতুতো ভাই সব ॥

খাসাবা ॥ তারলার জঙ্গলে আবার লড়াই নাকি নাগোজীকে খুব আনন্দিত করেছে। তার জন্যে আবাকে অভিনন্দন জানালো।

হিন্দু ॥ তারপর কি হলো বলো ?

খাসাবা ॥ একটু জল খাবো ? [জল দেয়।] নাগোজীর উদ্দেশ্য ছিল জেল থেকে বেরিয়ে এসে বারুদ, গুলি ও নানারকম অস্ত্র সরকারের সংগ্রামীরদের মানে আমাদের হাতে তুলে দেবে।

হিন্দু ॥ আবা বিশ্বাস করলো ;

খাসাবা ॥ আবা তাকে বিশ্বাস করে ভীষণ ভুল করলো হিন্দুরাও। এমন ভাবে মিনতির সুরে বলতে লাগলো যে না বিশ্বাস করে উপায় নেই। বলে কি—আমাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। আমাকে প্রকাশ্যেই—দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বলছে সবাই। আবার হাতদুটো ধরে বললো--তোমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দীর্ঘ দশ বছর কাজ করেছি। আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। শুধু একটুজল খাবার খেয়ে যাও ভাই।

হিন্দু ॥ কি সর্ব্বনাশ ! নাগোজীর বাড়ী তোমরা গেলে ?

খাসাবা ॥ হ্যাঁ অনেক গল্পের পর মাহদুরা আমাকে স্নান করার জন্যে নিয়ে গেল নদীতে !

হিন্দু ॥ ছি ! ছি ! ছি ! , বুঝেছি খাসাবা !

খাসাবা ॥ না, বোঝোনি হিন্দুরাও ! এ বোঝা যায় না ! মানুষকে এতো অবিশ্বাস করা যায় না ! ভীষণ অনুরোধে একাই খেতে বললো আবা। [টলে টলে যাচ্ছে খাসাবা]

হিন্দু ॥ খাসাবা ! কি হলো তারপর ! নিশ্চয় বন্দুক ধরলো আবার বুকে !

খাসাবা ॥ না, সামনে এসে আবার মতো লোককে মারা যায় না নাগোজী জান তো হিন্দুরাও !

হিন্দু ॥ তাহলে ?

খাসাবা ॥ মাত্র একটা গ্রাস মুখে তুলেছে আবা, গেলার সময়ও পায় নি ।

হিন্দু ॥ সে কি ?

খাসাবা ॥ হ্যাঁ তাই ! এর শাস্তি কি হিন্দুরাও ? যে মানুষকে খেতে দিয়ে এক গ্রাসের মাথায় পেছন থেকে গুলি করে মারে ! এর শাস্তি কি ?

হিন্দু ॥ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো ! ওঃ ! এ কি শোনালে খাসাবা ।

খাসাবা ॥ ওদিকে স্নান করে ফেরার পথে মহাদুরা আমাকে আক্রমণ করলো ! এই কুড়ুলে ওর দু'টো হাত উড়িয়ে দিয়েছি । ছুটে আসছি—একজন চাষী আমাকে সব বললো । ওদিকে না গিয়ে সোজা দশ মাইল ছুটে এসেছি এই ঝড় জলের মধ্যে !

হিন্দু ॥ আমরা কি হারালাম আমরা জানি না খাসাবা । একটা বীর নির্ভীক যোদ্ধা, দেশপ্রেমিককে এই রকম অর্থহীন ভাবে মরতে হলো ! আমি সরকারের পুলিশগুলোকে এক একটা পোকার মতো মনে করি ! ভীষণ ভয় পাই এই বিশ্বাসঘাতক জাতটাকে । নাগোজী এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো । [দু হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করলো]

গন্নু ॥ এখন আমাগোর কি করা' তাই কও !

হিন্দু ॥ কুকুরের মতে মরা আমি পছন্দ করি না । কারও জীবন নিতে আমার সময় লাগে না এক মুহূর্ত্ত ! বিশ্বাসঘাতকের হাতে মৃত্যু অসহ্য ! [বজ্র মুঠীতে ধরলো বন্দুক ।] নিশ্চিহ্ন করে দেবো ঐ বিশ্বাসঘাতকের দলকে । এই হবে আমাদের প্রথম কাজ । টুকরো টুকরো করে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো ওদের মাংস ! চলো সব চিখল্ বাড়ী ! বনেদ শুদ্ধ উপড়ে ফেলবো তার ! [দ্রুত সতেজ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো ।]

॥ পর্দ্দা ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[মাঙ্গলা গ্রাম। সময় সন্ধ্যা। আজ নাগপঞ্চমীর উৎসব হয়ে গেছে সকালে এই গ্রামে। কৃষ্ণাজীর বাড়ী। টিনের চালের ঘর। সামনে বারান্দা। এই এলাকার একজন অবস্থাপন্ন চাষী পরিবার। কৃষ্ণাজীর মেয়ে মঙ্গলা, বয়স ১৬।১৭ সুন্দরীও বটে। বারান্দায় দোরগোড়ায় প্রদীপ সাজাচ্ছে সে, আর গুণ গুণ করে গান করছে কোন ভজনের সুরে। প্রবেশ করে, ভাই হাম্বীর। বয়স ২২।২৩। গাঁট্টাগোট্টা, একটু বেঁটে খাটো চেহারা মুখে হাসি কোন সময় দেখা যায় না।]

মঙ্গলা ॥ রান্না হয়ে গেছে। তুমি কি এখন যাবে, না বাবা এলে যাবে।

[হাম্বীর দরজার গোড়ায় বসে এবং বাইরের দিকে নজর।]

হাম্বীর ॥ আমি যা ভাল বুঝবো তাই করবো।

মঙ্গলা ॥ দেখ দাদা! আমি নিজে সেধে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে৹ আসি নি। মা জিজ্ঞেস করতে বললো তাই, বুঝলে?

হাম্বীর ॥ হ্যাঁ, খুব বুঝেছি! সেধে কিছু বলবি না তা আমি জানি। এবং তোকে কিছু জিজ্ঞেস করি সেটাও তুই চাস্ না এটাও আমি জানি।

মঙ্গলা ॥ আজ উৎসবের দিন। গায়ে পড়ে ঝগড়া করো না দাদা। হাতজোড় করে অনুরোধ করছি। অন্তত আজকের দিনটা বাদ দাও।

হাম্বীর ॥ খুব হয়েছে!

মঙ্গলা ॥ চাও তো-মুখে তালা লাগিয়ে চুপ করে বসে থাকি।

হাম্বীর ॥ বেশী বক্‌বক্ করিস্‌নে। চলে যা এখান থেকে!

[সঙ্গে সঙ্গে মা রাধাবাঈ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বেশ মোটাসোটা ভদ্র মহিলা। ভীষণ ভাল মানুষ।]

রাধাবাঈ ॥ এক মুহূর্ত্ত ভাল ভাবে কথা বলা যায় না বুঝি? আমিইতো ওকে পাঠিয়েছি।

মঙ্গলা ॥ আসল কথাটা মাকে বলো না এবার।

রাধা ॥ কি কথা?

মঙ্গলা ॥ জিজ্ঞেস করো না তোমার ছেলকে!

রাধা ॥ কি হয়েছে কি ?

মঙ্গলা ॥ ওনার নতুন বন্ধু নাগোজীর কীর্ত্তি-শোন ওনার কাছে ?

হাম্বীর ॥ একশোবার সে আমার বন্ধু, মাকে বল্‌লে কিসের ক্ষতি আমার !

মঙ্গলা ॥ দেরী করছো কেন, বলে ফেল ?

হাম্বীর ॥ বলবোইতো ! ও রকম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে জানবি অনেক ভিগ্যি তোর।

রাধা ॥ কার কথা বলছিস্‌রে ? কে ? পাত্রটা কে শুনি ?

মঙ্গলা ॥ হাম্বীর দাদার বিশিষ্ট বন্ধু, নাগোজী প্যাটেল্‌ !

রাধা ॥ নাগোজী ?

মঙ্গলা ॥ হ্যাঁ !

হাম্বীর ॥ হ্যাঁ, নাগোজী প্যাটেল। আমার বন্ধু। তোকে বিয়ে করতে চায়। মানে আমি রাজী করিয়েছি।

মঙ্গলা ॥ দেখো দাদা ! আমার জন্যে তোমার এতটা কষ্ট না করলেও চল্‌বে !

হাম্বীর ॥ তাই নাকি ?

মঙ্গলা ॥ হ্যাঁ তাই ! ঐ নাগোজীর বাগান বাড়ীটার চাইতে আমাদের বাগান বাড়ীটা কম সুন্দর না। মুখে কর্ত্তা না সেজে, আড্ডা না মেরে ক্ষেতখামারের কাজগুলোওতো করতে পারো ? যেটাতে সংসারের একটু উপকার হয়।

রাধা ॥ যাস্‌ না বাবা ?

হাম্বীর ॥ আমি কোথায় যাই না যাই, তোমার দেখার দরকার নেই ! আমার কি করা উচিত না উচিত সে ব্যাপারে তোমার মাথা গলানো শোভা পায় না। খুব ভদ্র ভাষায় কথাগুলো বললাম কিন্তু। পরগাছার মতন থাকা উচিত তোমার।

রাধা ॥ হাম্বীর ?

মঙ্গলা ॥ বাড়ীর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা তো তুমিই। সে তুমি যেই হও। সোজা কথা বলে দিচ্ছি আমার বিয়ের ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে আসবে না ?

হাম্বীর ॥ নাকটা কে গলাবে শুনি ; ঐ এঁড়ে বাছুরটা ?

মঙ্গলা ॥ বড় হলে ওটার অনেক দাম হবে দাদা।

হাম্বীর ॥ কথাটা শুনলে মা? বাছুরটার চাইতে আমার দাম কম। এইতো কথা?

মঙ্গলা ॥ তা বলা কি আমার উচিত দাদা? শুধু বলতে চাইছি যে বাবার মত না নিয়ে তোমার কিছুতে নাক গলানো চলবে না!

হাম্বীর ॥ অর্থাৎ যা করার বাবাই করবেন। বেশ তাই হবে। তার থেকে তুই এক কাজ কর না; বাবার নাক্ গলানোরও দরকার নেই। তুই নিজেই একটা কিছু করে বিদেয় হ না? হতভাগী কোথাকার।

মঙ্গলা ॥ দাদা, আর কিছু বলবে?

হাম্বীর ॥ তা চন্দ খুঁজে যদি বা একটা বোম্বেটে পাত্র জুটলো সেও তো তোর ভাগ্যে সইল না।

রাধা ॥ হাম্বীর?

হাম্বীর ॥ তুমিই বলো মা? বউ হয়ে ঘরে যাবার আগেই যদি পাত্রের মা মারা যায় তো সেটা এই পোড়ারমুখির অলক্ষণের জন্যেই নয় কি? [মঙ্গলা পাথরের মতো হয়ে যায়]

রাধা ॥ কাকে তুই কি বলছিস্ হাম্বীর?

হাম্বীর ॥ আরো খারাপ লাগছে বাবার সেখানে আজ আবার যাওয়ার ব্যাপারে! তুমি দেখে নিও মা—বাবাকে মুখ চুণ করে ফিরে আসতে হবে।

রাধা ॥ [কেঁদে ফেলেন] হাম্বীর? আজ উৎসবের দিন। ছোটবোনকে এই ভাবে দগ্ধে মারছিস্ কেন? তোর হোল কি?

হাম্বীর ॥ অন্যায়তো কিছুই বলিনি।

রাধা ॥ শত্রুকে যে ধরণের কথা বলে তুই তাই আজ এক মাত্র ছোট বোনকে বললি। মুখে আট্কালো না একবার?

মঙ্গলা ॥ তুমি আমার জন্যে ভেবো না মা! দাদা আমার যতই অমঙ্গল কামনা করুক, আমার অমঙ্গল হবে না। তবে আর একবার তোমাকে বলে দিচ্ছি দাদা, যতই কষ্টি-নষ্টি করো—বিশ্বাসঘাতক নাগোজীকে বিয়ে করতে আমি যাচ্ছি না। বুঝলে?

হাম্বীর ॥ আরে যা যা, আমিও দেখে নেবো ! [দ্রুত ভেতরে চলে যায়]

রাধা ॥ মঙ্গলা, চল্ মা ঘরে চল্ ।

মঙ্গলা ॥ চলো মা ! [দুজনে ঘরে যায়] [বাইরের থেকে প্রবেশ করে মাঝবয়িসি একজন । কৃষ্ণাজীর চাকর, নাম হরি । হাতে ছাতি ও চাদর ।]

হরি ॥ [জোরে] বড় কত্তা এয়েচেন ? [মঙ্গলা দৌড়ে বেরিয়ে আসে]

মঙ্গলা ॥ এসেছে ? কোথায় ?

হরি ॥ [ছাতা আর চাদরটা দেয়] এই নেও !

মঙ্গলা ॥ বাবা কোথায় ?

হরি ॥ ঐ তো দেলাম ! তিনি এস্তেছেন, আস্তে আস্তে !
[রাধাও বেরিয়ে আসেন]

রাধা ॥ তিনি কোথায় ?

হরি ॥ এতখন—ঐ তো বললাম—এলেন ! [মাথা নিচু করে ঢুকলেন কৃষ্ণাজী । মেয়ের দিকে তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিলেন । ছাতা-চাদর নিয়ে মঙ্গলা ভেতরে চলে গেল ।]

হরি ॥ ঘোড়া কি বেঁধে থোবো ?

কৃষ্ণাজী ॥ হঁ্যা ! [হরি চলে যায়] [কৃষ্ণাজী বারান্দায় একটা জলচৌকীর ওপর বসেন । পায়ের জুতো খোলেন । কোটটা খোলেন । চশমাটা মুছে আবার চোখে দেন । রাধা কোটটা নিয়ে ভেতরে যান ও একটা পাখা নিয়ে আসেন । হাওয়া করতে থাকেন । মঙ্গলা আসে হাতে একটা ছোট থালা, তাতে লাড্ডু জাতীয় খাবার ও এক গেলাস জল]

মঙ্গলা ॥ আজ নাগপঞ্চমী তুমি ভুলে গিয়েছিলে বাবা ।

কৃষ্ণাজী ॥ হঁ্যা মা । একেবারেই ভুলে গেছিলাম । চারিদিকে প্রদীপ দেখে মনে পড়লো । [কৃষ্ণাজীকে একটু গম্ভীর দেখা যাচ্ছে]

মঙ্গলা ॥ সকালে এলে না কেন ? দেখোতো মা কেমন সুন্দর লাড্ডু তৈরী করেছে ।

কৃষ্ণাজী ॥ তাই নাকি ? [একটা নিয়ে মুখে দেন]

মঙ্গলা ॥ [থালা থেকে আরেকটা তুলে] এটাও খাও ।

কৃষ্ণাজী ॥ না মা, মনটা ভাল নেই । দে জল দে । [জল খান কৃষ্ণাজী]

রাধা ॥ দাদাকে দিয়েছিস্? [হাম্বীর হাতে একটা থালা নিয়ে বেরিয়ে আসে, মুখ নড়ে।]

হাম্বীর ॥ আমার নিজের হাত আছে! [মঙ্গলা ভেতরে যায় পান আনতে।]

রাধা ॥ নিজে হাতে নিয়েছিস্ তাতে হয়েছেটা কি? কাচা কাপড় জামা ছিলতো?

কৃষ্ণাজী ॥ হাম্বীর আমি জাকুলায় গে'ছিলাম! [হাম্বীর চুপ। লাড্ডু খাচ্ছে]

পাণ্ডু প্যাটেলের সঙ্গে কথাও হলো! [মায়ের হাতের পাখা দ্রুত চলতে থাকে।]

হাম্বীর ॥ তারিখ ঠিক করে এসেছো? [মঙ্গলা পান নিয়ে আসে]

কৃষ্ণাজী ॥ বিয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

[কৃষ্ণাজীর চোখে মঙ্গলার চোখ পড়তে মঙ্গলা দ্রুত ভেতরে চলে যায়। মার পাখা বন্ধ হয়ে যায়। হাম্বীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।]

হাম্বীর ॥ কেন? পাত্রের মা মারা যাবার পর তিন বছরতো পার হয়ে গেছে। এখন অসুবিধেটা কি?

কৃষ্ণাজী ॥ আজ এক বছর হলো রাজারাম কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। কোন খবর নেই তার।

রাধা ॥ [উতলা] হটাৎ এভাবে চলে গেল কেন? কো'থায় গেল সে?

কৃষ্ণাজী ॥ কেউ জানে না।

রাধা ॥ এখন আমার মেয়ের কি দশা হবে?

কৃষ্ণাজী ॥ --কি আর হবে।

রাধা ॥ কিন্তু—

কৃষ্ণাজী ॥ মন্দিরে ভগবানই যখন নেই তখন কাকে পূজা করবে? পুরুতঠাকুরকে?

রাধা ॥ চলে যাবার কারণ কিছু শুনলে না?

কৃষ্ণাজী ॥ আজকালকার ছেলেদের বাড়ী থেকে চলে যাবার কোন কারণের দরকার হয় না রাধাবাঈ। গ্রামে ঢোকার আগেই খবরটা পেলাম বলে আর পাণ্ডুপ্যাটেলের কাছে আমি বিয়ের কথা পাড়িনি!

রাধা ॥ সেটা ভালই করেছো !

কৃষ্ণাজী ॥ পাণ্ডু তো ভেবে ভেবে একেবারে রোগা হয়ে গেছে। হাজার হোক্ জোয়ান একটা ছেলে ! অত ভাল ছেলে—

হাম্বীর ॥ বাবা, আমার কিছু বলার আছে !

কৃষ্ণাজী ॥ নিশ্চয়ই বলবে বাবা !

হাম্বীর ॥ আমার মনে হয় শাপে বর হয়েছে।

কৃষ্ণাজী ॥ কি বলতে চাইছো ?

হাম্বীর ॥ দেখুন, পাণ্ডু প্যাটেল আপনার বন্ধু, তাই এতদিন আপনার কাছে কথাটা পাড়িনি।

কৃষ্ণাজী ॥ স্পষ্ট করে বলো হাম্বীর।

হাম্বীর ॥ আমাদের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ হোক এটা আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।

কৃষ্ণাজী ॥ কারণটা জানতে পারি কি ?

হাম্বীর ॥ তারা আমাদের সমপর্য্যায়ের নয়।

কৃষ্ণাজী ॥ কিসে ?

হাম্বীর ॥ সব দিক থেকেই, বিশেষ করে তিনশো একর জমির মালিক আমরা। ওরা নামেই প্যাটেল ! [হেসে] ঢাল-নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার।

রাধা ॥ হাম্বীর। মুখের লাগাম বেঁধে রেখে বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত তোমার।

হাম্বীর ॥ সামান্য সত্যি কথাটাও তোমাদের ভাল লাগবে না আমি জানি। মোট কথা আমার মোটেই ইচ্ছে নেই ওখানে আমরা মেয়ের বিয়ে দিই !

কৃষ্ণাজী ॥ বেশতো ! বড় ভাই হয়েছো বোনের জন্যে পাত্র দেখার ব্যবস্থা করো না। কে বারণ করছে তোমাকে ?

হাম্বীর ॥ একটা সু-পাত্রের কথাই আজ বলবো তোমাকে। [দরজার পাশ থেকে মঙ্গলা মাকে উদ্দেশ্য করে বলে।]

মঙ্গলা ॥ মা দাদাকে স্মরণ করিয়ে দাও আমি কাছেই আছি !

রাধা ॥ দেখ্ হাম্বীর, যিনি মেয়েকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বিয়েরও একটা ব্যবস্থা করবেন। তোর যা বলার—

হাম্বীর ॥ বলছি। আমি আগেও বলেছি! আমার মতে চিখল বাড়ীর নাগোজী, প্যাটেলের সঙ্গে—

কৃষ্ণাজী ॥ নাগোজী ?

হাম্বীর ॥ আমাদের চাইতেও ভাল অবস্থা তার। দশ বারোটা গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। তাকে ছোটখাটো একজন রাজা বলাও চলে! রাজরাণী হয়ে ঘর করতে পারবে।

কৃষ্ণাজী ॥ আর কিছু গুণগান গাইবে কি তার ?

হাম্বীর ॥ পছন্দ হলো না বুঝি ?

কৃষ্ণাজী ॥ ও রকম একটা বদলোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হলো কি করে! প্রথম কথা তার বয়েস অনেক বেশী। দ্বিতীয় কথা সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মঙ্গলার বিয়ে আমি একজন বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে দেবো না।

হাম্বীর ॥ ওর বিশ্বাসঘাতকতার দু'একটা নমুনা দিতে পারবে কি ?

কৃষ্ণাজী ॥ যে কোন ছেলে-বুড়ো-মেয়ে জানে দু'দশটা গাঁয়ের! এমন কি তুমিও জানো। হাম্বীর, আমি ভাবতেও পারি না মানুষ নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনে খেতে বসিয়ে কাউকে গুলি করে মারতে পারে।

হাম্বীর ॥ যারা দেশ উদ্ধারের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিজেদের মাথা গোঁজার এক বিঘৎ জমিও নেই। দেশ উদ্ধারের তক্‌মা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। নাগোজী যদি নিজেকে রক্ষার জন্যে, নিজের জমি দখলে রাখার জন্যে কিছু করে থাকে, তাতে অন্যায় কোথায় ?

কৃষ্ণাজী ॥ শুধু তাই ?

হাম্বীর ॥ যাকে গুলি করে মেরেছে, সে হচ্ছে একটা বদ্ধ পাগল। আমার অনুরোধ আপনি আমার কথা মেনে নিন্!

মঙ্গলা ॥ [বারান্দায় এসে] তুমি অতো ব্যস্ত হয়ো না। আমার ভাগ্যে যা আছে ঘট্‌তে দাও দাদা।

হাম্বীর ॥ শেষে ঐ দাদা কথাটা বাদ দিতেও পারো।

মঙ্গলা ॥ বয়সে বড় এটাই যদি দাবী করো তো আমিও বলছি তোমার চাইতেও বাবার বয়স বেশী। নাগোজীর সঙ্গে বিয়েতে আমি রাজী নই!

কৃষ্ণাজী ॥ মা মঙ্গলা, তুমি ঘরে যাও। [মঙ্গলা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়]
[বাইরের থেকে হরি আসে]

হরি ॥ ব্যস্ত যতি না থাকো তো এট্টা কতা বলি!

কৃষ্ণাজী ॥ বলো।

হরি ॥ তেমন কিছু নি। তেবে—আজ হয়তো কাজে বেরুতি পারবো না। মানে রাতে ক্ষেতে পাহারা দিতি যেতি পারবো না।

কৃষ্ণাজী ॥ কেন রে?

হরি ॥ নদীর ধারের বাগানি 'চলন্ত সরকারেরা' আস্তানা গেড়েচেন!

কৃষ্ণাজী ॥ বিদ্রোহীরা?

হরি ॥ এঁজ্ঞে! সেই রকমইতো দেখি এলাম। সব ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেচে। কেউ ক্ষেতে বেরোচ্চেন না!

হাম্বীর ॥ এতে ভয় পাবার কি আছে?

হরি ॥ হাতে সব এট্টা এট্টা করি দোনালা ঘোড়াকল! মাথার ঘিলু একেবারে ফেটুকে দেবে।

হাম্বীর ॥ কেউ না যায় আমি যাবো ক্ষেতে পাহারা দিতে।

কৃষ্ণাজী ॥ আমার বিনা হুকুমে তুমি যেতে পারবে না। [কয়েকজনের প্রবেশ। মাঝ বয়সি, যুবক।]

১ম বহরু ॥ এ সব কি হচ্চে কৃষ্ণাজী?

কৃষ্ণাজী ॥ আপনারা শান্ত হোন। আগে ঘটনাটা বুঝতে দিন।

২য় জন ॥ এয়েচে যেখন, তেখন খুন-খেরাপি না করি কি ছাড়্‌পে?

কৃষ্ণাজী ॥ শুনুন! আমাদের গাঁয়ের কেউ কি ওদের পেছনে লেগেছে?

বহরু ॥ এমন কেউ আচে বলিতো মনে হয় না।

কৃষ্ণাজী ॥ তবে কোন ভয় নেই। গাঁয়ে যদি ঢোকে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আমার কারণটাও তো জানার দরকার-মানে উচিত?

বহরু ॥ দিনকাল যা পড়েছেন তাতি করি—মানে নানান তাল থাকৃতি পারে।

কৃষ্ণাজী ॥ কি বলতে চাও?

বহরু ॥ মানে কেউ লুটপাট করার জন্যি, কেউ বা ডাকাতি করার জন্যি, পেটের জন্যি, স্বরাজের জন্যি,—

২য় জন ॥ কিষাণ মজুরির রাজ্য গড়ার জন্যি। আমার মনে হয় চিখল-

বাড়ীর খুনের জন্যি।

হাম্বীর ॥ কি ?

বহরু ॥ হতিও পারে। কতাটা নেহাৎ মিথ্যে বলোনি হে! গায়ের ঝাল মিট্‌কে নিতিও পারে। [হাম্বীর ভেতরে চলে যায়]

কৃষ্ণাজী ॥ ঠিক আছে তোমরা এখন যাও। আমি ওদের দলের নেতার সঙ্গে কথা বলে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেব, কি চায় ওরা। [প্রত্যেকে চলে যাবার মুখে] শোন বহরু ? বিদ্রোহীদের কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয় বলবে, যে ওদের নেতা যেন আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

বহরু ॥ ঠিক আচে। চলহে সব ঘরে। আকাশে দারুণ মেঘ জমেছেন। [চলে যায় সব] [কৃষ্ণাজী চিন্তিত] [রাধা বেরিয়ে আসেন] [মঙ্গলাও বেরিয়ে আসে]

রাধা ॥ কেমন কোরে খেতে বসিয়ে গুলি করে মারলো গো ? এ কি মানুষ পারে ? নাগোজীর বাঁচা অসম্ভব।

মঙ্গলা ॥ বিদ্রোহীরা এখনো ওকে জ্যান্ত রেখেছে। [হাম্বীর বেরিয়ে আসে]

হাম্বীর ॥ আমার সামনে নাগোজীকে নিয়ে কোন আলোচনা যেন এ বাড়ীতে না হয়। তাছাড়া বাইরের কথায় মেয়েরা অত নাক গলায় না।

মঙ্গলা ॥ যা জানি তাই বললাম। লোকে তো অনেক কিছু মিথ্যে বলে। আমি সত্যিটুকুই বলেছি।

হাম্বীর ॥ [চিৎকার করে] কি বানিয়ে বলা হয়েছে তোমাকে ? হতভাগী ! [হরির প্রবেশ]

হরি ॥ দাদাবাবু এট্টা কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বে না।

কৃষ্ণাজী ॥ কি হলো কি ?

হরি ॥ দাদাবাবু চিচ্‌গার করচে কেন ? গেরামে কেউ এট্টা জোরে কতাও বলচে না।

হাম্বীর ॥ তুই থাম্‌ !

হরি ॥ যা শুনে এলাম দাদাবাবু, তা চোখে না দেখলি বিশ্বেস করা যাবেন না।

কৃষ্ণাজী ॥ কি শুনলি ?

হরি ॥ দেব-বাড়ীর দপ্তরিকে হাত-পা বেঁধে নদীর ধারে ফেলে রেখেচে।

হাম্বীর ॥ এঁ্যা ?

হরি ॥ হঁ্যা গো। আর পুনালির দু'জন রামোশীবিকে জ্যান্ত চিতেয় তুলেচে।

হাম্বীর ॥ এই !

হরি ॥ বিশ্বেস্ হচ্চে না তো ?

কৃষ্ণাজী ॥ হরি তুই যা। বাগান বাড়ীর দরজায় থাকবি।

হরি ॥ আচ্চা। [হরি দ্রুত বেরিয়ে যায়।]

কৃষ্ণাজী ॥ শোন হাম্বীর ! আমি তোমার ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত।

হাম্বীর ॥ কেন ?

কৃষ্ণাজী ॥ নাগোজীর ভাগোর সঙ্গে নিজেকে এইভাবে বেঁধে রেখেছো কেন ?

হাম্বীর ॥ উপকার ছাড়া অপকার হবে না তাতে।

কৃষ্ণাজী ॥ পাশের ঘরে আগুন লাগলে নিজের ঘরে আঁচ না লেগে পারে না হাম্বীর।

হাম্বীর ॥ সে আঁচ সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে।

রাধা ॥ হাম্বীর বাবা, তোর এ হলো কি ?

কৃষ্ণাজী ॥ নিজের বোনকে তোমার সঙ্গে জড়িয়ো না। আমি তা সহ্য করবো না।

হাম্বীর ॥ কাউকেই বিপদে ফেলবো না। [হাম্বীর দ্রুত ঘরে যায় ও কুড়ুল হাতে বেরিয়ে আসে এবং বাইরের দিকে যেতে যায়।]

রাধা ॥ হাম্বীর ? কোথায় যাচ্ছিস ?

হাম্বীর ॥ নাগোজীর বাড়ী আমার নেমন্তন্ন।

রাধা ॥ আজ থাক্ বাবা ! [মেঘ ডেকে ওঠে কড়্-কড়্ কড়্ কড়্]

হাম্বীর ॥ যেতে আমাকে হবেই ! [মা দুহাত দিয়ে হাম্বীরকে আটকান]

রাধা ॥ ওখানে আজ ভীষণ বিপদ বাবা। মায়ের কথা রাখ। যাসনা।

হাম্বীর ॥ ঘটনাটা সত্যি বলেই আমাকে যেতে [illegible] ছেড়ে দাও।
[মায়ের হাত সরিয়ে দিয়ে হাম্বীর বেরিয়ে যায়।]

রাধা ॥ [কৃষ্ণাজীকে] তুমি বারণ করলে না !

কৃষ্ণাজী ॥ শাসন করার বয়স ওর নেই রাধাবাঈ।

রাধা ॥ অন্ধকার পথঘাট। মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ।

হরি ॥ দাদাবাবু কোথায় গে' বেরুলো ?

কৃষ্ণাজী ॥ চিখল বাড়ী ! [ভীষণ ভাবে মেঘ গর্জে ওঠে।]

॥ পর্দা নেমে আসে ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[পুরোনো পাকা বাড়ীর বাইরের দিক। যতোটা সম্ভব আলো-আঁধার এলাকা। প্রাচুর্যের ছাপ দেয়ালে-দরজায়। দরজাটা মঞ্চের পেছন দিকে কোনাকুনি ভাবে বসানো। এই বিরাট দরজাই ঐতিহাসিক আমলের কোন এক স্মৃতিকে বহন করছে। সামনে একটা উঁচু চত্তর। সেখানে একটা টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার পাতা সেই পুরোনো আমলের। চত্তরে শুয়ে বসে আছে কজন। কয়েকজনের মুখে গোঙানীর শব্দ। পেছন দিকে বাগানের 'সাজেশন'। সেখানেও মাঝে মাঝে লোকজনের কথা ভেসে আসছে বিকট ভাবে। এরা প্রত্যেকে এই বা দূর এলাকার গুণ্ডা, চোর, ডাকাত। সঙ্গে একজন পুলিশও আছে। প্রায় প্রত্যেকেই মাতাল অবস্থায় আছে। কে একজন বিকট সুরে গান ধরে ফেলে মারাঠী ভাষায়--"আলি রে আলি, আরে আলি রসালো আম্বেওয়ালী"—।

হটাৎ একজন উঠে দাঁড়ায়। বিকট চিৎকারে ঘোষণা করে।]

একজন ॥ এ ---হোঃ ! সব উঠে পড়ো। বন্দুক ধরো। শত্রু এসে পড়েছে। ডুম্, ডুম্, ডুম্। [আবার শুয়ে পড়ে।]

দ্বিতীয়জন ॥ সব শালা মাল খেয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেউ শালা জাস্তি নেই। কে ? [একজন পুলিশের প্রবেশ হেলতে দুলতে।] ও [সেলুট করে] পরশু রোজ হামকো নন্দনাসে উঠাকে গারদ্‌মে ভেজা। আজ তোমাকে কিধার ভেজায়গা। সেপাইজী।

পুলিশ ॥ চপ্ শালা ! মাতোয়ারা কিধারকা।

একজন ॥ [উঠে] কেন মাকড়াগিরি করছো সেপাইজী। আজ তুমিও যা আমিও তাই। টাকা তুমিও নিয়েচো, আমিও নিয়েচি।

মহাদু ॥ [চিৎকার] এই ! শালা বজ্জাত সব ! পাহারা দেবার সময় আস্তে কথা বলতে পারো না ! বজ্জাত মাতাল সব।

পুলিশ ॥ চপরাও! শাল ডাকু!

মহাদু ॥ ডাকু হ্যায়তো পাকড়ো না? [হেসে ওঠে] আজ শালা কেমন রস গুটিয়ে নিয়েচে! [পুলিশটা এগিয়ে গিয়ে 'চন্দু' সর্দারের বিছানায় পা দিতেই চন্দু লাফিয়ে ওঠে। চন্দু হলো সর্দার।]

চন্দু ॥ [লাথিমেরে] নিকাল শালা! [পুলিশটা ছিট্‌কে পড়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ও বন্দুকটা চন্দুর দিকে ধরে। চন্দু এগোতে এগোতে বলে।] কিরে শালা, মানুষ চিনিস্ না। বিছানা মাড়িয়ে দিলি যে। কার বিছানা জানিস্? মার না শালা? কাঁপছিস কেন? চালা বন্দুক? বদন বিগড়ে দেবো শালা! [পুলিশটা বন্দুক নাবিয়ে নেয়।] [থু থু ফেলে] শালা ডরপোক্! ভাগ? [বাইরের দিক থেকে একজন বাজার সরকারের প্রবেশ।] [পুলিশটা দ্রুত চলে যায়]

মহাদু ॥ সর্দারের হুকুম্, ভাগো।

মহাদু ॥ গুরু। এই যে বাজার সরকার।

সরকার ॥ কেন! কেন! কি হয়েছে। চারটে পাঁঠা তো এনে দিয়েছি!

চন্দু ॥ চোপ্? ওগুলো কি পাঁঠা না নেড়ী কুকুরের বাচ্চা?

মহাদু ॥ [নেশার ঝোঁকে] কুকুর খেলাম গুরু?

সরকার ॥ ছিঃ ছিঃ তাইকি হয়!

চন্দু ॥ আর কি এনেচো?

সরকার ॥ সাড়ে তিনশো ডিম্ ভাজা হয়েছে।

মহাদু ॥ ডিম্? আটবাপ্‌স্ মিথ্যে কথা গুরু।

সরকার ॥ সত্যি বলছি, মাইরী!

চন্দু ॥ মহাদু? দেখে আয় শালা ডিমের খোলা কোথায় ফেলেছে। [বড় দরজা খুলে নাগোজীর প্রবেশ! বেঁটে খাটো। কদম-ছাঁট চুল। শিকারের পোষাক।]

নাগোজী ॥ চন্দু।

চন্দু ॥ হুঁজুর।

নাগোজী ॥ এতো চেঁচামেচি হচ্চে কেন?

চন্দু ॥ তোমার সরকার সাপ্লাই ঠিক মতো দিচ্ছে না হুঁজুর। হাতে কিছু কেটে রাখছে। আর তোমার পুলিশ আমার বিছানা মাড়িয়ে দিয়েছে।

সরকার ॥ হুঁজুর আমি—

নাগোজী ॥ চুপ করো? আমি পুলিশকে ডেকে দিচ্ছি। আর দেখছি কি কি এনেছে না এনেছে।

চন্দু ॥ ঠিক আছে হুঁজুর।

নাগোজী ॥ দেখো চন্দু আজ রাতে ঘুমোনো চলবে না।

চন্দু ॥ সেই জন্যেই তো পেট ভরে কিছু খাইনি হুঁজুর।

নাগোজী ॥ আজ রাতটায় বিপদ আসতে পারে। মোকাবিলা করার জন্যে তৈরী থাকবে।

চন্দু ॥ যে কটা গুলি চলবে, একটা করে মাথা পড়বে হুঁজুর! [বিছানাটা গুটিয়ে নেয় মহাদু।]

নাগোজী ॥ সব দিকে নজর রেখে পাহারা দেবে। খেলা শেষ হলে মালে চান করাবো তোমাকে।

চন্দু ॥ ঠিক আছে হুঁজুর। [হঠাৎ একটা মাংসের হাড় এসে সামনে পড়ে। পেছন থেকে কেউ ছুঁড়ে মেরেছে। চন্দু হাড়টাকে নিয়ে।] ওদিকে সাপ্লাইটা ভালই দিচ্ছে হুঁজুর।

নাগোজী ॥ সব শেষে তোমার সাপ্লাইটা আমিই দেবো চন্দু।

চন্দু ॥ হুঁজুরের জয় হোক! [চন্দু, মহাদু চলে যায় হেলতে দুলতে।]

নাগোজী ॥ সরকার।

সরকার ॥ পুরো সাপ্লাই দিয়েছি হুঁজুর।

নাগোজী ॥ এরা আজ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

সরকার ॥ এই দেখুন হুঁজুর, কি কি দিয়েছি। [একটা ছোট হিসেবের খাতা বের করে।] চারটে পাঁঠা, সাড়ে তিনশো ডিম্! মুরগী! তার মধ্যে ন'টা মুরগী চন্দু একাই খেয়েছে। দু'ড্রাম মদ, মানে ধেনো!

নাগোজী ॥ সরকার, আজ ওরা আমার কি তুমি জানো না। যতো লাগে দিয়ে যাও। ওহো—মহাদুকে ডাকো তো সরকার?

সরকার ॥ [জোরে] মহাদু? হুঁজুর ডাকছেন। [উত্তর আসে] [মহাদু আসে]

নাগোজী ॥ যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের তুলে দাও? পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে ওদেরও জাগিয়ে দাও। দরকার হলে যারা প্রচুর মদ খেয়েছে তাদের বমি করে ফেলতে বলবে।

মহাদু ॥ ঠিক আছে হুঁজুর।

নাগোজী ॥ আজকের রাতে ঘুমুলে সারা জীবন আর জাগতে হবে না। যাও। [মহাদু চলে যায়] জানো সরকার, আজ নাগপঞ্চমী। আজ শিল্পীরা সফল হয়। হিন্দুরাও যদি—

সরকার ॥ আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। একশোজন বিখ্যাত ডাকাত, গুণ্ডা, পঞ্চাশজন সেপাই। বন্দুক আছে হাতে সত্তরটা!

নাগোজী ॥ তুমি জানোনা সরকার। ওদের জানের মায়া নেই। আমি তো জানি, ওরা কারা।

সরকার ॥ সব পথে ব্যারিকেড্ করে রেখেছি। কোন পথে আসবে বলুন?

নাগোজী ॥ ইচ্ছে করলে ওরা ইঁদুর হয়েও ঢুকতে পারে। ওরা সব পারে। সব চাইতে ভয় কি জানো?

সরকার ॥ কি হুঁজুর?

নাগোজী ॥ গ্রামের লোক আমাকে ভয় করে—কিন্তু ভালবাসে না।

সরকার ॥ ও সব বজ্জাত লোকদের কথা আপনি কেন ভাবছেন হুঁজুর?

নাগোজী ॥ অথচ যখন আমি বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাজ করেছি, তখন ওরা আমাকে গুরুর মতো পূজা করেছে! আর আজ—

সরকার ॥ আপনি কিছু খাবেন হুঁজুর? [কোটের পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বার করে]

নাগোজী ॥ দাও! ভেবেছিলাম, দেশের কাজের নামে নাম করবো। কিন্তু সত্যি বলছি ওদের মতো কষ্ট সহ্য করতে পারলাম না। সম্পত্তির লোভ ছাড়তে পারলাম না। আচ্ছা সরকার, এই হিন্দুরাওকে তুমি দেখেছো?

সরকার ॥ না, হুঁজুর।

নাগোজী ॥ কি রকম দেখতে হবে বলোতো?

সরকার ॥ ভীষণ বাজে।

নাগোজী ॥ না সরকার—ওদের দেখতে যতোই বাজে হোক, একটা জ্যোতি-বেরোয় ও দেহ থেকে। যাই বলো ওরা ভীষণ সৎ হয়।

সরকার ॥ দাঁড়ান হুঁজুর, আপনার জন্যে কিছু আনি। [সরকার চলে যায়] হঠাৎ [একসঙ্গে মানুষ ও কুকুরের ভীষণ চিৎকার শোনা যায়। 'এসে গেছে, পালাও'।]

নাগোজী ॥ [জোরে] চন্দু ? সরকার ? মহাদু ? [ছুটতে ছুটতে আসে।]

সরকার ॥ কি হলো হুঁজুর ?

নাগোজী ॥ যা ভেবেছি তাই হলো ! [আগের দলের 'একজনে'র প্রবেশ।]

একজন ॥ হুঁজুর ? ওরা এসে গেছে !

নাগোজী ॥ কজন আছে ? [বাইরে চিৎকার চলে, দূর থেকে দূরান্তরে]

একজন ॥ একশো তো বটেই ! মানে দু'শোও হতে পারে !

নাগোজী ॥ চন্দু কোথায় ? চন্দুকে ডাকো : আমার বন্দুক ? [দ্রুত প্রস্থান]

সরকার ॥ আপনার কাঁধে। [চন্দুর প্রবেশ।]

নাগোজী ॥ চন্দু ?

চন্দু ॥ কোন ভয় নেই হুঁজুর, [পেছনদিক তাকিয়ে] যে যার জায়গা মতো থাকো ! কোন ভয় নেই। চিল্লাবে না কেউ। [সামনে তাকিয়ে] একজন কে যেন আসছে অন্ধকারে।

নাগোজী ॥ একজন ?

চন্দু ॥ একজন !

নাগোজী ॥ কে ? হাম্বীর তুমি ? [মহাদু হাম্বীরকে নিয়ে প্রবেশ করে। হাম্বীরের হাতে কুড়ুল, চেহারা বীভৎস।]

হাম্বীর ॥ হ্যাঁ নাগোজী, আমি !

নাগোজী ॥ এই ভাবে অন্ধকারে একা এসে গ্রামটাকে জাগিয়ে দিলে তো ?

হাম্বীর ॥ সবাইকে জাগানোর জন্যেই আমি এসেছি নাগোজী ! আমি ভেবেছিলাম তুমিও ঘুমিয়ে আছো !

নাগোজী ॥ আজকে কি আমার ঘুমোবার রাত্রি ?

চন্দু ॥ পাহারায় চললাম হুঁজুর।

নাগোজী ॥ ভাই চন্দু ? তোমাদের সাপ্লাই বন্ধ থাকবে না। মনের আনন্দে কাজ করে যাও !

চন্দু ॥ সাপ্লাই চালিয়ে গেলে কোন ভয় নেই হুঁজুর। [চলে যায় সকলে]

নাগোজী ॥ এলেই যখন সকাল সকাল আসতে হয়। আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম !

হাম্বীর ॥ অনেক চেষ্টা করেছিলাম ! বাবা ফিরলেন, খবরটা নিয়ে এলাম।

নাগোজী ॥ বলো কি খবর। কেঁচে গেছে তো ?

হাম্বীর ॥ দেখো নাগোজী—

নাগোজী ॥ আমি তোমাকে ভরসা করি হাম্বীর। মঙ্গলার ব্যাপারে তোমার বাবার মত কি ? কথা পেড়েছিলে নিশ্চয় ?

হাম্বীর ॥ আমি কি করি বলতে পারো নাগোজী !

নাগোজী ॥ কি হলো কি ?

হাম্বীর ॥ আমি উভয় সঙ্কটে পড়েছি !

নাগোজী ॥ সঙ্কটের কি হলো ?

হাম্বীর ॥ মঙ্গলা গররাজি হয়েছে।

নাগোজী ॥ ওটা কিছু না বন্ধু।

হাম্বীর ॥ বাবা, মা কেউই মত দেননি। বরং পরিষ্কার করে—

নাগোজী ॥ তার মানে মঙ্গলার মত হলেই সকলে রাজী হবেন। এই তো ?

হাম্বীর ॥ এটা তুমি ঠিক ধরেছো ! মঙ্গলা যদি রাজী হয়—

নাগোজী ॥ তাহলে শোন ? মেয়ের গররাজিতে তোমাদের রাজি না হওয়ার ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

হাম্বীর ॥ তুমি বিশ্বাস কর !

নাগোজী ॥ আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী মেয়ের মতের প্রয়োজন হয় না। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েদের ভাল-মন্দের বিচার শক্তি নেই। ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দেবে বাবা-মা। মেয়ের পছন্দের কেন ধার ধারা হচ্ছে।

হাম্বীর ॥ কিন্তু তুমি জানো না নাগোজী—

নাগোজী ॥ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমরা আশকারা দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেছো ! আরো একটা কথা কি জানো, যে মেয়ে যতো সুন্দরী সে মেয়ে ততো মূর্খ। সুন্দর একটা স্বামী জুটিয়ে নিতে দেরী হবে না তাদের, কিন্তু তাদের না থাকবে তার খাওয়ানোর মুরোদ, না থাকবে মাথায় একটা চালা !

হাম্বীর ॥ আমি তোমার সঙ্গে এক মত নাগোজী।

নাগোজী ॥ ওহে ? পাত্রের নাক্ কানটাই বড় কথা নয়, চাই প্রাচুর্য্য, চাই সম্পদ ! আমাকে কি মনে হয় তোমার !

হাম্বীর ॥ বিয়ে যদি করতে হয়তো তোমাকে। কিন্তু বিশ্বাস করো অনেক চেষ্টা করেও ঐ একগুঁয়ে মেয়েকে রাজি করানো গেল না।

নাগোজী ॥ বাবাকে বলো বিয়ের ব্যবস্থা করতে। যাবো বিয়ে করে নিয়ে আসবো মঙ্গলাকে। দু'দিন বন্ধু, মাত্র দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তখন আর আমি থাকবো না হবো প্রাণনাথ।

হাম্বীর ॥ মানে, হ্যাঁ, মানে, আমারো তাই মত।

নাগোজী ॥ তাছাড়া মেয়েরা কি বলতে পারে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ওকেই বিয়ে করবো! দুধে আমে মিশে যাবে, তুমি আঁটি, অদাড়ে থাকবেই।

হাম্বীর ॥ আমাকে কি করতে হবে বলো?

নাগোজী ॥ মঙ্গলাকে আমার বধু হবার অধিকার দাও, আর তোমার আমার বন্ধুত্ব নিবিড়তর হোক। চলো কালকেই পাকাপাকি করে আসি তোমার বাবার সঙ্গে। [উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে]

হাম্বীর ॥ তুমি আমাদের গ্রামে যাবে?

নাগোজী ॥ হ্যাঁ কেন ?

হাম্বীর ॥ বিদ্রোহীরা আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলেছে বন্ধু। আমি সেই খবর দিতেই এসেছি! [ধুপ করে বসে পড়ে]

নাগোজী ॥ কি বলছো তুমি; মানে বিদ্রোহীরা ওখানে জুটলো কেন?

হাম্বীর ॥ আবাকে খুন করার ব্যাপারে! দেববাড়ীর দত্তর হাত-পা কেটে ফেলেছে। তুমি কি কিছু জান?

নাগোজী ॥ না, নাতো! কি সর্বনাশ। হাম্বীর এ কেমন কথা, মানুষকে এই ভাবে মেরে ফেলবে! [ভীষণ ভয় নাগোজীর সারা চোখে মুখে]

হাম্বীর ॥ সত্যিই তো, এটা কি?

নাগোজী ॥ আজ ঘুমোনো উচিত নয়। আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

হাম্বীর ॥ কি!

নাগোজী ॥ যেন হিন্দুরাও আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

হাম্বীর ॥ তুমি ভয় পাচ্ছো বন্ধু?

নাগোজী ॥ না, মানে কিছুটা তো বটেই! ভাড়া করা গুণ্ডা দিয়ে কি কাজ হয়। মানে ভরসা করা যায় কি?

হাম্বীর ॥ চন্দু পালোয়ান, ঠিক আছে!

নাগোজী ॥ কিছু করতে পারবে না চন্দু! জানো হাম্বীর, মাঝে মাঝে ভাবি কি ছেড়ে কি নিলাম! আমার বাজার সরকার বললো ওদের মধ্যে নাকি কে বলেছে হিন্দুরাওদের হাতে বিশ্বাস-ঘাতক নাগোজীর মরাই উচিত!

হাম্বীর ॥ কারা বলেছে?

নাগোজী ॥ যারা আজ তিনদিন ধরে আমার খাচ্ছে আর বিক্রম দেখাবে বলে, পয়সা নিয়ে এখানে রাত কাটাচ্ছে তারা। [চন্দু দ্রুত আসে। বেশ টলছে।]

চন্দু ॥ হুঁজুর!

নাগোজী ॥ কি হলো চন্দু!

চন্দু ॥ (মঞ্চের পেছন দিকে তাকিয়ে) ঐ দেখুন হুঁজুর মাল খেয়ে সব ন্যাংটো হয়ে নাচছে। [ডাকে] আয়, এদিকে আয়, হুঁজুরের কাছে আয়!

নাগোজী ॥ কাকে ডাক্‌ছো চন্দু!

চন্দু ॥ ঐ ন্যাংটা লোকটাকে।

নাগোজী ॥ এখানে নিয়ে আসার কি দরকার। মহাত্মকে বলে কাপড় পরানোর ব্যবস্থা করো চন্দু। এখানে এনোনা।

চন্দু ॥ আপনি কসে একটা চড় মারুন হুঁজুর।

নাগোজী ॥ তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও! বমি করিয়ে দাও।

চন্দু ॥ ঠিক আছে হুঁজুর! (চন্দু চলে যায়)

নাগোজী ॥ দেখেছো হাম্বীর আমার জান্‌টা আজ কাদের হাতে। তবে এটা ঠিক আমি হিন্দুরাওকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। শত্রু আমি রাখবো না হাম্বীর!

হাম্বীর ॥ তোমার জয় অনিবার্য্য।

নাগোজী ॥ থানার পুলিশ আমাকে মদৎ করেছে পুরো মাত্রায়! তবু কেন জানি মাঝে মাঝে—

হাম্বীর ॥ তোমার একগাছা চুলও বাঁকা করতে পারবে না ওরা। মঙ্গলার বিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেবোই। তোমার ও মঙ্গলার তাতে কল্যাণ হবে নিশ্চয়। কি বলো?

নাগোজী ॥ মনের আনন্দে এবার কাজ করতে পারি কি বলো! সরকার।

—পর্দা—

।। চতুর্থ দৃশ্য ।।

[কৃষ্ণাজীর বাড়ী। সময় সন্ধ্যা। কৃষ্ণাজী তামাক খাচ্ছেন।
সামনে বসে হরি]

হরি ॥ কথাটা ঝা বললাম তা ঠিক হলো ?

কৃষ্ণাজী ॥ কিসের কথা ?

হরি ।। হিন্দুরাও কি জন্যি এয়েচে।

কৃষ্ণাজী ।। আমারও তো তাই ভয় হচ্ছে। নাগোজীর সঙ্গে হাম্বীরের মেলা-মেশা ওরা কি ভাল চোখে দেখবে ?

হরি ।। শত্রু হচ্ছে শত্রু। ওগের কাছে ওসব নি। বিশ্বাসঘাতকরি মারতি ওরা ওস্তাদ।

কৃষ্ণাজী ॥ ছেলেটাকে তো কিছুতেই ফেরাতে পারছি না। হিন্দুরাও তো আজও সকালে হাম্বীরের কথা জিজ্ঞেস্ করছিল। ভাগ্যিস্ ছেলে বাড়ী ছিল না।

হরি ॥ সত্যি কি একখান মানুষ দেখলাম। মানুষ নয় গো দেবতা।

কৃষ্ণাজী ॥ সত্যি হরি। ছেলে যদি হয়তো হিন্দুরাওয়ের মতোই হওয়া উচিত।

হরি ॥ তোমারি একটা কথা কব !

কৃষ্ণাজী ॥ কি ?

হরি ॥ আমাগের মঙ্গলার কিন্তু মন গলে গেছে।

কৃষ্ণাজী ॥ এসব তুই আবার বুঝলি কখন ?

হরি ।। কোথায় নাগোজী আর কোথায় হিন্দুরাও। চাঁদে আর—

কৃষ্ণাজী ।। এসব আলোচনা না হওয়াই উচিত হরি।

হরি ।। না, মানে, সেই ছোট কাল থেকি তোমাগের বাড়ী মায়েন্দারী করছি। মঙ্গলারি কোলে করি মানুষ করেছি। তাই তার মঙ্গল দেখি যেতি পারলে শান্তি হতো।

কৃষ্ণাজী ।। কিন্তু ছেলে আমার গোঁ ধরেছে নাগোজীর সঙ্গে মঙ্গলার বিয়ে দেবেই। পরশুদিন রাত্রে চিখলবাড়ী গিয়ে কি যেন সব যুক্তিযাক্তা করে এলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হরি ।। দাদাবাবুর মাথা খারাপ হয়েছেন। একটা জল্লাদির হাতে ওমন লক্ষ্মী প্রতিমা পড়লি—

কৃষ্ণাজী ।। সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না হরি। [মঙ্গলার প্রবেশ]

মঙ্গলা ।। বাবা? মা জানতে চাইছে যে তোমাদের বিদ্রোহী নেতার কখন আসার কথা?

কৃষ্ণাজী ।। আসার সময় উৎরে গেছে! নিশ্চয় কোন কাজে আটকে পড়েছে। [হিন্দুরাওয়ের প্রবেশ। হাতে বন্দুক।]

হিন্দু ।। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেরী হয়ে গেল।

কৃষ্ণাজী ।। ঠিক আছে বাবা। বোসো। [ছোট একটা জল চৌকিতে বসে] [মঙ্গলা দ্রুত ভেতরে এসে যায়। হরি সবই লক্ষ্য করে মজা অনুভব করে]

হিন্দু ।। প্যাটেলকাকু, গ্রামের সকলে এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে আমরা কেন এসেছি?

কৃষ্ণাজী ।। আমি নিজে গিয়ে প্রত্যেককে জানিয়ে দিয়েছি।

হিন্দু ।। জানেন কাকু এই চরম বিপদের দিনে—

কৃষ্ণাজী ।। বিপদ কেন বলছো?

হিন্দু ।। বিপদ না। যাযাবরের জীবন আমাদের! রাতে থাকেনা মাথার একটা চালা। জঙ্গলের পোকা-মাকড় নিয়ে রাত কাটাতে হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ কেন? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? আজ মানুষ জেনেছে বলেই আমরা দুটো খেতে পারছি। মানুষ ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাদের।

হরি ।। ভগমান তোমাদের পাঠিয়েছেন বাবা। বিদেশীর হাতে মার খাতি আর ভাল লাগছেন না। ঝা হয় এট্টা কিছু করো! হয় মরো, না হলি মারো!

কৃষ্ণাজী ।। সত্যি কথা বলেছে হরি। এ ভাবে মার খাওয়া আর ক' দিন চলবে।

হিন্দু ।। প্যাটেল কাকু আমরা ভয় করি শুধু ঐ বিশ্বাসঘাতক জাতটাকে। ঐ জাতটাকে আগে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে যে লড়াই হবে, তাতে আমাদের জয় অনিবার্য্য।

কৃষ্ণাজী ।। ঠিক কথা!

হিন্দু ।। নাগোজী যদিও এখন আমাদের লক্ষ্যস্থল তবু ওটাই শেষ নয়। আচ্ছা কাকু, আপনার ছেলে মানে হাম্বীর কেন ঐ বদ লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো?

কৃষ্ণাজী ॥ না, না, আজকাল ও বাড়ীই থাকে। আমি বুড়ো হয়েছি তো—তাই ওইতো সব দেখাশোনা করে।

হিন্দু ॥ কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই সে নাগোজীর বাড়ী যায়!

কৃষ্ণাজী ॥ আমি কড়া নজর দেবো বাবা!

হিন্দু ॥ আপনি শুনলে অবাক হবেন।

কৃষ্ণাজী ॥ কি?

হিন্দু ॥ পুলিশতো আছেই, তা বাদে শ'খানেক চরিত্রবান লোক নিয়ে রোজ ভয়ে রাত কাটাচ্ছে নাগোজী। কিন্তু এটা ঠিক আজই হোক আর কালই হোক। ওকে দুনিয়া থেকে সরতে হবেই। আমাদের আবাকে খুন করেছে ও।

কৃষ্ণাজী ॥ আমি জানি হিন্দুরাও?

হরি ॥ আমি চললাম্!

কৃষ্ণাজী ॥ বাগান বাড়ীটায় ইচ্ছে করলে থাকতে পারো হিন্দুরাও আপাততর জন্যে!

হিন্দু ॥ না কাকু তা হয় না। আমরা সকলেই একই মায়ের সন্তান!

কৃষ্ণাজী ॥ তুমি একটু বসো। মঙ্গলার সঙ্গে গল্প করো। আমি বাড়ী থেকে আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি।

হিন্দু ॥ আসুন! সকল সময় তৈরী থাকাই উচিত। (কৃষ্ণাজী আগে যান। হরি একটু মিচ্‌কে হেসে কৃষ্ণাজীর পেছন পেছন যায়। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা হাতে খাবারের থালা নিয়ে ঢোকে।)

মঙ্গলা ॥ বাবা গেল কোথায়?

হিন্দু ॥ বন্দুকটা নিয়ে আসতে! [খাবার দেয়]

হিন্দু ॥ মাত্র দু'দিন এলাম। খেলাম কিন্তু চার বেলা!

মঙ্গলা ॥ তাতে কি?

হিন্দু ॥ মা কি করছেন?

মঙ্গলা ॥ রান্না ঘরে!

হিন্দু ॥ তোমার কথাটা ভেবে দেখলাম মঙ্গলা!

মঙ্গলা ॥ কি?

হিন্দু ॥ পাত্রের সন্ধান আমার পেতে দেরী হবে না। কিন্তু তোমার মত আছে তো?

মঙ্গলা ॥ তাঁর সঙ্গেতো আমার বিয়ে হতোই! কেন যে তিনি পালালেন!

হিন্দু ॥ খুঁজে তাকে বার করবোই। কারণ ঐ লম্পট মাগোজীর হাতে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে!

মঙ্গলা ॥ অসীম দয়া আপনার!

হিন্দু ॥ দয়া কেন বলেছো মঙ্গলা। এ আমার কর্ত্তব্য! আর সে—কি যেন নাম তার? ও, রাজারাম। কি আক্কেলে সে এই ভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে ছেলেখেলা করলো! শোন মঙ্গলা আমার কাজের ওপর বিশ্বাস রাখলে তোমার মঙ্গল হবে!

মঙ্গলা ॥ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি! [রাধাবাঈ আসেন কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে।]

রাধা ॥ ওকি! খাবারটা পড়ে রইল কেন বাবা?

হিন্দু ॥ একেবারে ভুলে গেছি! [খেতে শুরু করে]

রাধা ॥ তোমাদের এ লড়াই শেষ হবে কবে বাবা?

হিন্দু ॥ মা, এ লড়াইয়ের শেষ যে কবে হবে বলা কঠিন। [কৃষ্ণাজী বন্দুক হাতে প্রবেশ করেন।]

হিন্দু ॥ প্যাটেল কাকু, আমি কয়েকটা কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাই।

কৃষ্ণাজী ॥ কি কাজ হিন্দুরাও!

হিন্দু ॥ আজই আমি চলে যাবো একটু গোপনে এক জায়গায়। হয়তো আমি চলে যাবার পরই আমাদের লোকজন আপনাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাবে।

কৃষ্ণাজী ॥ আমার পক্ষে সেটা কি সম্ভব হবে? মানে কঠিন হবে না তো?

হিন্দু ॥ যে কাজ আপনাকে কদিন পরে করতে হতো, তা হয়তো কালই করতে হতে পারে। কাজটা একান্ত আপনারই! আমি আর দেরী করবো না! [বন্দুকটা কাঁধে ফেলে দ্রুত বেরিয়ে যায় হিন্দুরাও] [সকলে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।]

রাধা ॥ সোজা রাস্তা দিয়ে ও ছেলে কখোনোই যায় না। দেখেছো।

কৃষ্ণাজী ॥ কতো বিপদ মাথায় নিয়ে ঘুরতে হয় ওদের!

রাধা ॥ কি কাজের কথা বলে গেলো গো? [দ্রুত হাম্বীরের প্রবেশ।]

হাম্বীর ॥ এ সব কি হচ্ছে কি ?

কৃষ্ণা ॥ কি সব ?

হাম্বীর ॥ ঐ বোম্বেটেটাকে নিয়ে তোমরা এতো মাতামাতি করছো কেন ?

রাধা ॥ হাম্বীর, বাবা, আস্তে কথা বল্ !

হাম্বীর ॥ রাখো তোমাদের চালাকি !

কৃষ্ণাজী ॥ হাম্বীর ! নাগোজীর সঙ্গে তুমি মেলামেশা ছাড়বে কি না তাই জবাব দাও !

হাম্বীর . ॥ তোমরা ঐ লম্পট্‌টাকে ভগবানের মতো পূজো করতে পারো, আর নাগোজীর সঙ্গে আমার মেলামেশাটা সহ্য করতে পারছো না কেন ?

কৃষ্ণাজী ॥ হাম্বীর।

হাম্বীর ॥ আমি ওর সঙ্গ ছাড়বো না। যেহেতু হিন্দুরাও নাগোজীর শত্রু, সেই হেতু মঙ্গলার ব্যাপারে নাগোজীর ভয়ে হিন্দুরাওকে আদর আপ্যায়ন শুরু করে দিয়েছো !

রাধা ॥ কি হলো তোর হাম্বীর ? এসব কি বলছিস তুই ?

হাম্বীর ॥ ঠিক বলছি ! আর এটাও জেনে রেখে দাও, যে, নাগোজী ঐ হিন্দুরাও আর তার দলের লোকেদের পিঁষে মেরে ফেলবে ! তার জন্যে সে প্রস্তুত। একটা বন্দুকের বদলেতে সে একশো বন্দুক ধরবে ! [হরি ছুটতে ছুটতে আসে।]

হরি ॥ দাদাবাবু পালাও ?

হাম্বীর ॥ কিসের ভয়ে !

হরি ॥ একজন নয় গো, তিন, তিনজন। হাতে কুড়ুল বন্দুক। তোমার পায়ে পড়ি তুমি ভেতরে চলে যাও।

হাম্বীর ॥ তিনজন ?

রাধা ॥ একজন হলে না হয় লড়তিস্। ভেতরে আয় বাবা। [মন্ত্র-মুগ্ধের মত মায়ের সঙ্গে হাম্বীর ভেতরে চলে যায়। মঙ্গলা দরজার পাশ থেকে ভেতরে চলে যায়।] [প্রবেশ করে মলহারী, শিবু আর গন্নু।]

গন্নু ॥ পেন্নাম হই ঠাকুর !

কৃষ্ণাজী ॥ আমি তোমাদের ঠিক চিনতে পারলাম নাতো ভাই !

মলহরী ॥ আমরা বিদ্রোহী !

কৃষ্ণাজী ॥ তা' আমি জানি, মানে তোমাদের হিন্দুরাও অবশ্য তোমাদের আসবার কথাই বলে গেল এই মাত্র।

শিবু ॥ আধা কাজ সারা হয়ে গেছে তাহলে ?

কৃষ্ণাজী ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা তো, কি আপনারা বলছেন ?

শিবু ॥ বাড়ীতে আপনার বিবাহ দেবার মতো পাত্রী আছে ?

কৃষ্ণাজী ॥ আছে। কিন্তু কেন ?

মলহরী ॥ আমরা আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই।

কৃষ্ণাজী ॥ ঠিক বুঝতে পারছিনা তো ?

শিবু ॥ আপনি কি তৈরী ?

কৃষ্ণাজী ॥ কিসের ব্যাপারে !

শিবু ॥ বিয়ের ব্যাপারে ? [রাধাবাঈ ও মঙ্গলা দরজার আড়ালে দাঁড়ালো।]

কৃষ্ণাজী ॥ বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন তৈরী নিশ্চয় আছি। কিন্তু পাত্রটি কে ?

মলহরী ॥ আপনি বরঞ্চ এক কাজ করুন। দু'জন মাতব্বর গোছের লোককে নিয়ে আসুন। তাঁদের সামনেই সব কথা পাকাপাকি হবে।

কৃষ্ণাজী ॥ ঠিক আছে—কিন্তু আমি কিছুই……[বলতে বলতে চলে যান বাইরের দিকে ।]

গনু ॥ [হরিকে] হ্যাগা ! তুমি কি এঁগের বাড়ীর মায়েন্দার !

হরি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ !

গনু ॥ বলতি পারো আমাগের পাত্রীর গায়ের রংখান কেমন ?

হরি ॥ দধি আর আলতায় মিলুকে দেখেছেন তো ?

শিবু ॥ তাই নাকি ? [তিন থালা খাবার ওদের সামনে এসে হাজির।]

গনু ॥ কুটুম ভালই হচ্ছে !

মলহারী ॥ তাই বটে।

শিবু ॥ তা আমরাও কি কুটুম হিসেবে খারাপ।

হরি ॥ আমাগের পাত্র— [বাইরের কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে বহরু, নারু প্যাটেল, কৃষ্ণাজী আরো কয়েকজন গ্রামের লোক।]

মলহারী ॥ আসুন, অসুন! তাড়াতাড়ি সব সেরে ফেলতে হবে। আমাদের আবার—

নারু ॥ [বসতে বসতে] বিয়ে বললেই তো বিয়ে হয়ে যায় যায় না। একি রাম-সীতার বিয়ে যে বললেই হয়ে যাবে।

বহরু ॥ আপনেরা বলতি শুরু করেন।

শিবু ॥ কি বলবো?

বহরু ॥ পাত্রের জমি-জায়গা কেমন আছে। পাত্রের নাম কি?

মলহারী ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান—এক এক করে প্রশ্ন করুন? প্রথমত আমরা অনেকদিন ঘর ছাড়া। বর্ত্তমানে আমাদের না আছে ঘর না আছে কিছু। আমরা আপনাদের কত জমি-জায়গা কি আছে না আছে তা দেখতে এখানে আসিনি।

নারু ॥ তবু—

মলহারী ॥ পাত্রের নাম হচ্ছে হিন্দুরাও, বয়স পঁচিশ। [সকলেই সকলের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।]

শিবু ॥ আরো একটা কথা—

নারু ॥ বলুন, বলুন?

শিবু ॥ পাত্র হিন্দুরাও সম্পর্কে যতটা যা বলেছি, তা ছাড়া কিছু বলার বা আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো না, মানে অসুবিধে আছে। [দরজার পাশ থেকে মঙ্গলা একটু হেসে ছুটে ভেতরে চলে গেল।]

গন্নু ॥ নেন, বলি ফেলেন, আপনাগের মত কি?

নারু ॥ কই হে বহরু বলো, কিছু বলো?

বহরু ॥ তুমিইতো এতখন বললে। এবারি কিছু বলো?

নারু ॥ না, মানে—এক্ষেত্রে আমাদের আর কি বলার আছে।

শিবু ॥ তবু বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে যখন এসেছেন তখন তো কিছু বলতেই হবে!

নারু ॥ মানে, কৃষ্ণাজীর জমি-জায়গা তো আর মেয়ের সঙ্গে যাবে না! তাই বলছিলাম ওসব বাজে কথা থাক্—। আসল কথা—মানে —আপনাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?

গন্নু ॥ পছন্দ মানি, বেশ পছন্দ হয়েছেন।

শিবু ॥ না দেখেই ?

গন্নু ॥ কেন ? মায়েন্দার যে বললো, রং দুধি-আলতায়।

মলহারী ॥ মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে ?

নারু ॥ কৃষ্ণাজীর পাত্র পছন্দ হয়েছে ?

কৃষ্ণাজী ॥ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি একথা।

নারু ॥ বেশ, তাহলেই হলো।

কৃষ্ণাজী ॥ কিন্তু, আমার বড় ছেলে, মানে —

মলহারী ॥ হাম্বীর আপনার বড় ছেলে। সে বিয়েতে কি বলবে আমরা জানি। হাম্বীরের নাড়ি নক্ষত্র আমরা জানি।

নারু ॥ ঠিক কথা। মানে মেয়ের বাপের মত যদি হয়তো ছেলের মতের জন্যে অপেক্ষা করা আমাদের উচিৎ হবে না।

কৃষ্ণাজী ॥ হিন্দুরাওকে আমি আমার অত্যন্ত কাছাকাছি পেয়েছিলাম। সুতরাং তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিলে আমি খুশীই হবো।

বহরু ॥ পাকা কথা হয়ে গেল। এখন পণ-টনির কথা হোক।

কৃষ্ণাজী ॥ বিয়ের যাবতীয় খরচ আমার। মানে উভয় পক্ষের।

নারু ॥ তাহলে শুভকাজে বিলম্ব নয়। কালকের তারিখেই।

কৃষ্ণাজী ॥ আমারও তাই মত। [সকলেই উঠে পড়ে]

নারু ॥ তাহলে আপনার বাড়ী মিষ্টিমুখ কালই করা যাবে কৃষ্ণাজী।

কৃষ্ণাজী ॥ আজও করতে পারেন।

নারু ॥ না, আজ থাক।

বহরু ॥ কিন্তু, আশীর্ব্বাদ তো হলোনি !

মলহারী ॥ সোনাদানা তো কিছুই নেই।

শিবু ॥ বন্দুক আছে।

মলহারী ॥ মেয়েকে ডাকুন। [কৃষ্ণাজী নিজে গিয়ে মঙ্গলাকে নিয়ে আসেন।] [বন্দুক দিয়ে] এই বন্দুক থাকুলো তোমার কাছে।

গন্নু ॥ লড়াই করতি হতি পারে ? [মঙ্গলা মাথা নাড়ায় সম্মতি সূচক ভাবে] [গন্নুর কুড়ুলটা পড়েই থাকে] [সকলেই খুসী মনে চলে যায় আস্তে আস্তে। কৃষ্ণাজী ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন আনন্দের দৃষ্টিতে। মঙ্গলার হাতে বন্দুক। রাধাবাঈ বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে হাম্বীর বেরিয়ে আসে হাতে কড়ুল।]

রাধা ॥ ওরা এখনো যায় নি হাম্বীর ? কোথায় যাচ্ছিস্ ?

হাম্বীর ॥ জাহান্নামে। বাবা, তোমার লজ্জা করলো না ?

কৃষ্ণাজী ॥ কি বলতে চাও ?

হাম্বীর ॥ বন্দুকের ভয়ে তুমি তোমার সমস্ত ইজ্জত তুলে দিলে একটা লম্পট ডাকাতের হাতে।

কৃষ্ণাজী ॥ যেটা উচিত মনে করেছি, সেটাই করেছি।

হাম্বীর ॥ উচিতবোধ তোমার আছে নাকি ? থাক্, আর না থাক্, আমার একটা সম্মান আছে এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল।

কৃষ্ণাজী ॥ মান সম্মান্ বোধ কি শুধু তোমারই আছে হাম্বীর ? আমার নেই ?

হাম্বীর ॥ ওসবের বালাই থাক্‌লে তুমি এ কাজ করতে না।

কৃষ্ণাজী ॥ [গর্জে ওঠেন] হাম্বীর ! [রাগে থরথর করে কাঁপছেন কৃষ্ণাজী।

রাধা ॥ [হাম্বীরকে] যাঁর সামনে তুই, দাঁড়াতে সাহস পেতিস না, আজ তাঁর মুখের সামনে তুই এ কি সব কথা বলছিস্ ?

হাম্বীর ॥ যাকে তোমরা জামাই বলে আদর করবে সে একজন রাজদ্রোহী, চোর, লম্পট, ডাকাত।

মঙ্গলা ॥ দাদা !

হাম্বীর ॥ বন্দুক উপহার দিয়ে গেছে। শুনে রাখো মা এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

কৃষ্ণাজী ॥ কাল এ বাড়ীতে মঙ্গলার বিয়ে হিন্দুরাওয়ের সঙ্গে হবে। পরশু-দিন থেকে জামাই মেয়ে বাগান বাড়ীতে বসবাস করবে আপাততর জন্যে।

হাম্বীর ॥ মা, কাল তুমি দেখবে এখানে রক্তের নদী বইছে।

রাধা ॥ হাম্বীর !

হাম্বীর ॥ আমার সামনে যে পড়বে তাকেই আমি হত্যা করবো। সারা বরযাত্রীদের ঘরে পুরে ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেবো।

কৃষ্ণাজী ॥ তোমার ভরসাতো নাগোজী ?

হাম্বীর ॥ তোমার ভরসা ডাকাত হিন্দুরাও ? কালকেই তার প্রমাণ হবে। কার ভরসায় কত জোর।
কে ? [ছুটতে ছুটতে গণু ঢোকে]

গন্নু ॥ কুড়ুল ফেলে গে'ছিলাম! [তুলে নেয় কুড়ুলটা। হাম্বীরের দিকে তাকিয়েই কৃষ্ণাজী কেবল।]
আপনার ছেলে হাম্বীর কোথায় ছিল এতক্ষণ?

কৃষ্ণাজী ॥ বাড়ীতেই।

গন্নু ॥ ঠিক আছে। [ছুটে বেরিয়ে যায়।] [হাম্বীরের তেজ কিছু মাত্রায় কমেনি। সকলেই সকলের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছেন]

—পর্দা—

[পর্দা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সানাই বেজে ওঠে। সানাইএর সুর চলতে থাকে, সঙ্গে হুলুধ্বনিও শঙ্খ বেজে ওঠে। এই ভাবে চলতে থাকে আগামী দৃশ্যের সুরু পর্যন্ত]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[কৃষ্ণাজীর বাগান বাড়ীর ঘর। ঘরের ভেতরটা যেমন দেখা যাবে তেমনি ঘরের বাইরেটাও দেখা যাচ্ছে। একটা দেয়ালের এপার আর ওপার। মাঝখানে একটা দরজা। মঞ্চের লম্বালম্বি ভাবে দেয়ালটা পড়বে। বাইরের দিকে একটা ছোট বারান্দা। পর্দা উঠলেই দেখা যাবে ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিষ রয়েছে। কিছু ফুলের মালা ঝুলছে দেয়ালে, শুক্‌নো। মঙ্গলা, চওড়া করে সিঁথের সিদুর পরা। ভীষণ খুসী। উপহারের বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। বাইরের থেকে হরির প্রবেশ।]

হরি ॥ নিশিরাজ এয়েচেন নাকি?

মঙ্গলা ॥ [বাইরের বারান্দায় আসে] না হরি।

হরি ॥ হ্যাঁ, জামাইয়ের কাছে ভালকরি শিখি নেবা! ঐ ঘোড়াকল থাকৃলি কত ভরসা।

মঙ্গলা ॥ চালাতে আমিও পারি হরি!

হরি ॥ তা' আমাগের জামাইরি নেগতেচ্ কেমন?

মঙ্গলা ॥ [লজ্জা] কেমন আবার লাগবে?

[কৃষ্ণাজী ও রাধাবাঈ প্রবেশ করেন।]

মা এত দেরী করলে কেন?

রাধা ॥ মনটা ততো ভাল নেই মা। [এসে ঘরে বসেন]

কৃষ্ণাজী ॥ নিশ্চয় নাগোজীর বাড়ীতেই আছে। [হরি বারান্দায় বসে থাকে]

রাধা ॥ এমন সুখের দিনে ছেলেটা—

মঙ্গলা ॥ মা, দাদা বা তোমরা একটা কথা জানো না, জানলে দাদা এই ভাবে রেগে থাক্‌তে পারতো না।

রাধা ॥ কি মা ?

মঙ্গলা ॥ কালই তোমাদের জামাই আমাকে বললেন।

রাধা ॥ কি ?

মঙ্গলা ॥ জাক্‌লার সেই প্যাটেল বাড়ীতেই আমার বিয়ে হয়েছে মা।

কৃষ্ণাজী ॥ কি বললি ?

মঙ্গলা ॥ যার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে ঠিক করেছিলে—

কৃষ্ণাজী ॥ রাজারাম।

মঙ্গলা ॥ বাড়ী থেকে পালিয়ে বিদ্রোহীর দলে যোগ দিয়েছেন।

রাধা ॥ কি আশ্চর্য্য !

কৃষ্ণাজী ॥ মঙ্গলার কি অমঙ্গল হতে পারে রাধাবাঈ ?

রাম ॥ এবার দেখো ছেলে আমার সব মানিয়ে নেবে।

কৃষ্ণাজী ॥ তাই যেন নেয় রাধাবাঈ। [হরি বসে বসে কথাগুলো শুনছিল হঠাৎ বলে উঠলো।]

হরি ॥ সব ঠিক হয়ি যাবেন। আবার সুয্যি উঠবেন, আবার বর্ষা পড়বেন। আবার আমাগের নিজেগের জমি আমাগের দখলে আসবেন। [কৃষ্ণাজী বেরিয়ে আসেন।]

কৃষ্ণাজী ॥ ঠিক বলেছিস হরি। আবার সব নতুন করে শুরু হবে। বিদেশীর হাতে আমাদের মা' চিরদিন বন্দী থাক্‌বেন না। আজ মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। [ঘরের থেকে একটা চিঠি নিয়ে মঙ্গলা বেরিয়ে আসে।]

মঙ্গলা ॥ বাবা, এই চিঠিটা জাক্‌লায় প্যাটেল মশাই' এর কাছে এখুনি পৌঁছে দিতে হবে।

কৃষ্ণাজী ॥ হরি, ঘোড়াটা নিয়ে ছুটিয়ে যা। আর পাণ্ডু প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে তুই বরঞ্চ হেঁটে আসবি !

হরি ॥ [চিঠিটা নিয়ে] ঠিক আছে। [হরি বেরিয়ে আসে।]

কৃষ্ণাজী ॥ রাধাবাঈ আজ এতো ভাল লাগছে না, যে কী বলবো ! হাম্বীরটা ভালভাবে ফিরলে বাঁচা যেতো।

[দ্রুত একজন গ্রামবাসীর প্রবেশ]

গ্রামবাসী ॥ [কৃষ্ণাজীকে] আপনাকে বাড়ীতে না পেয়ি এখানে আলাম! [হাঁফাচ্ছে]

কৃষ্ণাজী ॥ কি হয়েছে রে?

গ্রামবাসী ॥ হাম্বীর দাদা এট্টা কেলেঙ্কারী না করি ছাড়বে না!

কৃষ্ণাজী ॥ কেন কি হলো?

গ্রামবাসী ॥ হাম্বীর দাদা আজ খুব সকালি চিখল বাড়ীর দিকে ছোট্‌লো।

কৃষ্ণাজী ॥ আজ সকালে? এ'কদিন কোথায় ছিল তাহলে?

গ্রামবাসী ॥ বিদ্রোহীরা দাদারি চিখল বাড়ী যেতি দেবেন না তাই বন্দী ক্করে রেখেলো।

রাধা ॥ তোকে কে বললো?

গ্রামবাসী ॥ হাম্বীর দাদা নিজি—বললে, শ্যাম্‌লারাম বাবারি বলিস আজ রেতেই য্যেন বেধবা মেয়েরি দেখার জন্যি প্রেস্তত থাকেন।

কৃষ্ণাজী ॥ তুই সকাল থেকে কি করছিলি?

গ্রামবাসী ॥ আমি ভেবেলাম মাথার গরমি বোধহয় বলছে। কিন্তু এখন নিজি চক্ষে যা দেখে আলাম—

কৃষ্ণাজী ॥ কি দেখলি? হাম্বীর কোথায়?

গ্রামবাসী ॥ নাগোজীর সাথে হাম্বীর দাদা একদল নোকজন আস্‌চে।

মঙ্গলা ॥ কি?

গ্রামবাসী ॥ হ্যাঁ গো দিদি। বন্দুক, নাঠি, কুড়ুল কিছুই বাদ নি। পুলিশও আছে।

মঙ্গলা ॥ মা, শেষকালে দাদাই আমাদের সর্বনাশ করলো!

রাধা ॥ [কৃষ্ণাজীকে] কই, কিছু বলো, কিছু একটা করো?

কৃষ্ণাজী ॥ মা, আজ একটা কিছু বিপদ আসবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মঙ্গলা ॥ বাবা, তুমি তোমার বন্দুক নিয়ে বাড়ীতে দরজা দিয়ে থাকো।

রাধা ॥ আর তুই?

মঙ্গলা ॥ আমার জন্যে ভেবোনা মা। যার হাতে তুলে দিয়েছো তিনি ঠিক সময় মতোই আসবেন। তাছাড়া আমার কাছে বন্দুক তো রইলই।

রাধা ॥ তাই চলো। মঙ্গলা ঠিকই বলেছে।

কৃষ্ণাজী ॥ হ্যাঁ চলো। [কৃষ্ণাজী ও রাধা বেরিয়ে যান] [মঙ্গলা বন্দুকটা নিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ মঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—হিন্দুরাও এসেছে।]

হিন্দুরাও ॥ ঠিক এই সময় তোমার হাতে ওটা মানাচ্ছে না মঙ্গলা।

মঙ্গলা ॥ তুমি কি জানো—

হিন্দুরাও ॥ আমি জানি মঙ্গলা। সময় মতো আমিই তোমার হাতে বন্দুক তুলে দেবো।

মঙ্গলা ॥ তুমি কিছুই শোননি ?

হিন্দুরাও ॥ সব শুনেছি। চলো ঘরে চলো। [মঙ্গলাকে ধরে নিয়ে ঘরে আসে] জান মঙ্গলা আজ দুপুরে বিরাট একটা লড়াই হয়েছিল।

মঙ্গলা ॥ কোথাও লাগেনি তো ?

হিন্দুরাও ॥ না, তেমন কিছু না, নদীতে স্নান করে নিয়েছি।

মঙ্গলা ॥ তুমি কিন্তু আমার কথা শুনছো না।

হিন্দুরাও ॥ একমাত্র এই বিদ্রোহের পথ ছেড়ে দেবার কথা ছাড়া আর যা বলবে তাই শুনতে রাজি আছি মঙ্গলা।

মঙ্গলা ॥ এ পথ যে দিন ছেড়ে দিতে বলবো সেদিন বিনা দ্বিধায় আমার বুকে গুলি চালিয়ে দিও। কিন্তু আজকের বি[illegible]দের কথা শোন।

হিন্দুরাও ॥ কি বলো ?

মঙ্গলা ॥ দাদা, নাগোজীর দল বল নিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে আসছে।

হিন্দুরাও ॥ কে ? নাগোজী। শয়তান, বিশ্বাসঘাতক, আজ তুমি আমারই হাতে শেষ হতে আসছো। তুমি কোন ভয় পেয়ো না মঙ্গলা। তুমি আমি যতক্ষণ আছি লড়তে কসুর করবো না। তার মধ্যে মলহারী, গন্নু ওরা এসে পড়বে।

মঙ্গলা ॥ ওরা কোথায় ?

হিন্দুরাও ॥ ওরা সাবায়ড়া থেকে ফিরে আজ রাতেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বেশী দেরী হবে না ওদের ! [একসঙ্গে শেয়াল কুকুর আর মানুষের আওয়াজ ভেসে এলো। ফাঁকা দুটো বন্দুকের গুলির আওয়াজও এলো।]

মঙ্গলা ॥ আমি তৈরী। [মঙ্গলা দরজা বন্ধ করে।]

হিন্দুরাও ॥ গুলি আমাদের বেশী নেই মঙ্গলা।

মঙ্গলা ॥ একটা বিনা কারণে ব্যয় করবো না!

হিন্দুরাও ॥ আজ আমাদের কিসের রাত মঙ্গলা?

মঙ্গলা ॥ দু'জনে দু'জনকে বুঝে নেবার রাত। [সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে এলো কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে শিয়াল কুকুরের ডাক। একেবারে নিকটে চন্দুর গলা শোনা গেল।]

নেঃ চন্দু ॥ কোথায় শালা, হিন্দুরাওয়ের বাচ্চা! [দলবল ঢুকে পড়ে। হাম্বীর সামনে শিকরীর পোষাকে। হাতে বন্দুক।]

হাম্বীর ॥ এই সেই ঘর। [ঘরের ভেতরটা এখন অন্ধকার করা থাকবে।]

নাগোজী ॥ কে আছে ঘরে?

হাম্বীর ॥ হিন্দুরাও আর মঙ্গলা।

নাগোজী ॥ শোন হিন্দুরাও! শুভরাত্রি শেষ করে বেরিয়ে এসো বন্দুক ফেলে। আমরা অনেকে আছি, বন্দুক আছে অনেক।

চন্দু ॥ শেষ দেখা দেখে নিয়ে চলে এসো চাঁদ!

মহাদু ॥ একটু আমরা দেখি।

নাগোজী ॥ তোমার দলবলের কেউ এখানে নেই আমি জানি হিন্দুরাও। বেরিয়ে এসো? সাপের মুখ থেকে ব্যাঙ কেড়ে নিয়ে মনের আনন্দে—[বন্দুকের গুলি সোজা এসে নাগোজীর বুকে বিধলো। নাগোজী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।]

চন্দু ॥ আই-বাপ্‌স! [আরেকটা গুলি এসে বিঁধলো চন্দুর গায়ে। লুটিয়ে পড়লো সে।]

[ওদেরও কয়েকটা বন্দুক গর্জ্জে উঠলো।] [নাগোজী হঠাৎ কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে—'হাম্বীর জল'। হাম্বীর এগোতে যায় পুলিশ অফিসার বাধা দেয়।]

হাম্বীর ॥ কি মশাই, একটু জলও দিতে পারবো না?

পুলিশ ॥ না। কেউ নাগোজীর কাছে একপাও বাড়াবেন না?

হাম্বীর ॥ একটু পরে শেষ হয়ে যাবে যে।

পুলিশ ॥ তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা এসেছি হিন্দুরাওকে ধরতে। কে মরলো না মরলো আমাদের দেখার কথা না।

হাম্বীর ॥ যা হয় কিছু একটা করুন। এ আর ভাল লাগছে না।

পুলিশ ॥ (রিভলবার খুলে হাম্বীরের বুকে ধরে) আপনার এই অস্থিরতা আমার ভাল লাগছে না। এখানে যা কিছু হবে, আমার মতে। এক পাও নড়বেন না। [পুলিশও কয়েক জনকে হুকুম দিল] ভেঙে ফেল দেয়াল-দরজা। [সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো তারা।] [বাইরেটা এখন অন্ধকার করা থাকবে] [ঘরে হিন্দুরাও মঙ্গলাকে বলে]

হিন্দুরাও ॥ মঙ্গলা ! শত্রুর হাতে প্রাণ দেওয়া যায় কিন্তু জ্যান্ত ধরা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।

মঙ্গলা ॥ কি উপায় বলো ?

হিন্দুরাও ॥ তোমার বন্দুকে কটা গুলি ?

মঙ্গলা ॥ [দেখে] একটা

হিন্দুরাও ॥ আমারও একটা ! শোন মঙ্গলা, আমার বুকে তোমার বন্দুকের নলটা ধর !

মঙ্গলা ॥ একি বলছো তুমি ?

হিন্দু ॥ ঠিকই বলছি মঙ্গলা ! এতে আর কিছু থাক আর নাই থাক্ বীরত্ব আছে।

মঙ্গলা ॥ আমার বেঁচে থাকাটা কি ভাল হবে, বা গৌরবের হবে ?

হিন্দু ॥ কি বলতে চাও ?

মঙ্গলা ॥ আমাকেও তোমার সঙ্গে বীরত্বের গৌরব দাও।

হিন্দু ॥ মঙ্গলা। [বুকে জড়িয়ে নেয়।]

[ঘরের ভেতরটা অন্ধকার করা থাকবে]

[এক সঙ্গে পুলিশ ও দলবল গর্জ্জে ওঠে। দরজা ভেঙে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলির শব্দ। ঘরের ভেতর আলো ফেলা হয়। দেখা যায় হিন্দুরাও'এর বুকে মঙ্গলা পড়ে আছে। প্রাণহীণ দুটি দেহ। হাম্বীর ছুটে আসে সামনে। —অবাক দৃষ্টিতে মঙ্গলার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে —]

হাম্বীর ॥ আমি এটা চাইনি মঙ্গলা। [দূরে গর্জ্জে ওঠে অনেকগুলো বন্দুকের গুলির আওয়াজ। পুলিশ চমকে ওঠে]

পুলিশ ॥ হাম্বীর, এক মুহূর্ত্ত দেরী করলে প্রাণ নিয়ে ফেরা যাবে না ! [কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে ঢুকে]

একজন ॥ হাওয়ার বেগে ছুটে আসছে বিদ্রোহীর দল !

পুলিশ ॥ পালাও। [ছুটে বেরিয়ে যায়। পর্দ্দা পড়ে আস্তে আস্তে। সামনে গুলির শব্দ ভেসে আসছে।]

॥ যবনিকা ॥

আন্নাভাউ সাঠে রচিত উপন্যাস অবলম্বনে